

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে

সিষ্টার নিবেদিতা

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে

সিষ্টার নিবেদিতা

পঞ্চম সংস্করণ

১৩৫৮

এক টাকা চার আনা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন,
কলিকাতা

এই পুস্তকের সমগ্র আয়
কলিকাতা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে
অর্পিত হয়

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সিষ্টার নিবেদিতার 'Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক ইংরাজী গ্রন্থের যথাযথ বঙ্গানুবাদ। ভারতগতপ্রাণা, পরম বিদুষী নিবেদিতা ভারতীয় আচার-ব্যবহার, উহার প্রাচীন ইতিহাস, বর্ত্তমানে ভারতবাসীর উপযোগী শিক্ষা, ভারতের জাতীয় ভাব প্রভৃতি বিষয়ে এবং তাঁহার আচার্য্যদেব স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমুদয়ই ইংরাজী ভাষায় লিখিত বলিয়া ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অপরে উহার রসাস্বাদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই কারণে আমরা কেবল বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠককে তাঁহার সমুদয় গ্রন্থগুলিই উৎকৃষ্ট বঙ্গভাষায় অনূদিত করাইয়া উপহার দিব, কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এই উদ্যমেরই প্রথম ফলস্বরূপ।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার গুরুদেবের সহিত আলমোড়া, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থানে এবং কাশ্মীরে নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকখানি জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের ন্যায় নহে। বর্ত্তমান যুগের দুইজন মহামনীষীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। কোন্ গুণের পরিচয় পাইয়া একজন বিদুষী পাশ্চাত্ত্য মহিলা একজন তথাকথিত অসভ্য হিন্দুর পদে মস্তক নোয়াইয়া, তাঁহাকে গুরু

বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার ভাব-গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শিষ্যা কর্ত্তৃকই গ্রন্থে মনোরম উপন্যাসাকারে বিবৃত হইয়াছে।

নিবেদিতার সমুদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ এবং বর্ণনাপেক্ষা ইঙ্গিতের দ্বারাই পাঠকের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাব ও চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টির চেষ্টা করে। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য বহুপরিমাণেই রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিবেদিতার নিজের ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয় সম্বন্ধে আমরা বলি, 'এমন সব সময় আসিয়াছে যাহা ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।'

আমরা পাঠককে নিবেদিতার সহিত তাঁহার গুরুদেবের এই অপূর্ব্ব সংবাদের রসাস্বাদে উন্মুখ করিয়া—কেবল এইটুকু জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে চাই যে, যে জাতীয় ভাবে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার-কার্য্যের জন্য তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে গোড়া হইতেই প্রস্তুত করিতেছিলেন, সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এই গ্রন্থের সমুদয় আয় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইতি—

কার্ত্তিক, ১৩২৪

বশংবদ
প্রকাশক

সূচীপত্র





জয়া　　　　স্বামিজী

ধীরামাতা　　　　নিবেদিতা

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে

পূর্ব্বভাষ

ব্যক্তিগণ— শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী। কতিপয় পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য—ধীরা মাতা, জয়া নাম্নী এক মহিলা ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ।

সময়—সন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

এ বৎসর দিনগুলি কি সুন্দর ভাবেই না কাটিয়াছে! এই দিনেই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটীরে, তারপর হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানা স্থানে পরিভ্রমণকালে—সর্ব্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল যাহা কখনো ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আর অন্ততঃ জাগরূক থাকিবে বারেকের লব্ধ ও সেই চকিত দিব্য দর্শন!

সে সবই যেন একটা খেলা!

এমন এক প্রেমের বিকাশ আমরা দেখিয়াছি যে প্রেম ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রকেও, অজ্ঞান হইতে অজ্ঞানকেও আলিঙ্গন করিয়া

এক হইয়া যায় এবং তাহারই দৃষ্টিতে তখন সমস্ত জগৎকে দেখে, যেন তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি—এ সমস্ত দিব্য লীলায় মনে হয় যেন বালরূপী ভগবান তাঁহার শিশুশয্যা হইতে জাগিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি!

কিন্তু ইহাতে কোনরূপ মানসিক উগ্রতা বা কঠোর গাম্ভীর্য্যের ভাব ছিল না। দুঃখ আমাদের সকলেরই কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। অতীতের কত শোকস্মৃতি আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দুঃখও ঊর্দ্ধশিখ হইয়া হেম-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইত, দীপ্তিতে মণ্ডিত হইত, তাহাতে কোনরূপ দাহ থাকিত না।

যদি সে ক্ষমতা আমার থাকিত, মহা উল্লাসে আমি সে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণন করিতাম। তবু আজ সে কথা লিখিতে লিখিতে যেন দেখিতেছি বারামুল্লায় সেই প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল আইরিস কুসুম-সকল; দেখিতেছি ইস্‌লামাবাদে সফেদ্ (poplar)-তরুতলে তরুণ চারা ধানগাছগুলি; দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাচল-অরণ্যানীর দৃশ্যাবলী; আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্য্যরাশি। স্মৃতির এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহা বিবর্ণ হইয়া উঠিবে—কেন না সে যে অসম্ভব! তাই স্মৃতির আলেখ্যে নয়, স্মৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকিবে তথাকার কোমলহৃদয় শান্তপ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ, যাহাদের আনন্দ, মনে হয়, আমাদের আগমনে

আমাদের সংশ্রবে আসিবার ফলে আরও ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিবে।

কিরূপ মানসিক অবস্থায় নূতন নূতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রসূত হয় এবং কীদৃশ মহাপুরুষেরা এইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন—আমরা সে বিষয় কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ আমরা এরূপ এক মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছি। তিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিতেন, প্রত্যেকের সঙ্গে সহানুভূতি করিতেন, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। যে দীনতার কাছে সকল দৈন্য দূরীভূত হয়, যে ত্যাগ অত্যাচারীর প্রতি প্রচণ্ড ধিক্কারে এবং উৎপীড়িতের জন্য অসীম করুণায় আত্মবলিদানে উন্মুখ, যে প্রেম তীব্র উৎপীড়ন এবং মৃত্যুর আসন্ন পদসঞ্চারকেও আশিস্-বচনে স্বাগত-সম্ভাষণ করে—সে দীনতা, সে ত্যাগ, সে প্রেম আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যিনি নয়নজলে শ্রীভগবানের চরণযুগল অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কেশদামে সেই অভিষিক্ত চরণ আবার মুছাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যবতীর* পুণ্যব্রতের আমরাও অনুষ্ঠান করিয়াছি। এই অবসর আমরা পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাঁহার সেই ভাব-বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি কোথায় পাইব!

মৃত বাদশাহগণের উদ্যানের এক বৃক্ষতলে বসিয়া আমরা যেন দেখিতে পাইলাম—মর্ত্ত্যের মূল্যবান যাবতীয় চমৎকার দ্রব্য-সম্ভার অনাহূত আসিয়া অধ্যাত্মবীরের স্মৃতিমন্দিরের উপাদানে পরিণত হইবার জন্য আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতেছে। গীর্জ্জার

* Mary Magdalene

আলেখ্যাকারে আখ্যানচিত্রিত বাতায়ন, রাজন্যবর্গের মণিময় সিংহাসন, বীর যোদ্ধৃবৃন্দের ধ্বজপতাকা, যাজকগণের বিচিত্র অঙ্গাভরণ, নগরীর বিপুল সাজসজ্জা এবং প্রমত্ত দাম্ভিককুলের হর্ম্ম্যাবলী—একে একে সকলেই আসিল, সকলেই প্রত্যাখ্যাত হইল।

বিদেশীর উপহাসস্থল কিন্তু দেশবাসীর পূজাস্পদ ভিক্ষুকের বেশে তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি ; তাই মনে হয়, শ্রমলব্ধ জীবিকা, সামান্য কুটীরে বাস এবং শস্যক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ—কেবল এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপটের মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিতে পারে।

তাঁহার স্বদেশবাসী বিদ্বান, রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজ্ঞেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাঁহার নৌকার মাঝি-মাল্লারা, কতক্ষণে তিনি আবার নৌকায় ফিরিয়া আসিবেন, পথ চাহিয়া থাকিত। যে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের পরিচারক ভৃত্যদের মধ্যে কে আগে তাঁহার সেবা করিবে, কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। আর এই সকল ব্যাপার সর্ব্বদাই যেন একটা খেলার আবরণে জড়িত থাকিত। 'তাহারা যে ভগবানের খেলার সঙ্গী'—এই ভাব তাহাদের মনে স্বতঃই জাগরূক থাকিত।

যাঁহারা এরূপ শুভমুহূর্ত্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, জীবন তাঁহাদের নিকট অধিকতর মূল্যবান, অধিকতর মধুময়। দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তালবন-সঞ্চারী বায়ুও উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের কর্ণে শান্তিময় 'শিব! শিব!' বাণী ধ্বনিত করিয়া তোলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানি

স্থান—বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়ী।
সময়—মার্চ্চ হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত।

গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানির সম্বন্ধে স্বামিজী একজনকে বলিয়াছিলেন, "ধীরা মাতার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।"

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব এবং বাহিরে প্রতি জিনিসটী সমান সুন্দর; শ্যামল বিস্তৃত শস্যরাজি, উন্নত নারিকেলবৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙ্গের গ্রামগুলি—সবই সুন্দর! অদূরে এক গাছের উপর যেন সদাশিবের আশীর্ব্বাদ আমাদের নিকট আনিয়া দিবার জন্যই একটি নীলকণ্ঠ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেটীও সুন্দর। সকাল বেলা ছায়া বাড়ীর পিছন দিকে পড়িত, কিন্তু বৈকালে আমরা সাম্‌নের দিকে বসিয়া যেন সিংহগৌরবে গরীয়সী জননী জাহ্নবীর মানস পূজা করিতে এবং দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে পাইতাম।

যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন এবং আমরা স্বামিজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে তাঁহার নাম-পরিবর্ত্তনের কথা, তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা এবং যাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা কেবল প্রেমানুগত হৃদয়েরই অনুভবগম্য, পরার্থে স্বামিজীর সেই পবিত্র মর্ম্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম।

আর স্বয়ং স্বামিজী তথায় আসিতেন এবং আসিয়া উমা-মহেশ্বরের ও রাধা-কৃষ্ণের গল্প বলিতেন এবং কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন।

কোন একটা পৌর্ব্বাপর্য্যের ভাব না রাখিয়া, পর পর অনেকগুলি সুস্পষ্ট অথচ আলাদা আলাদা অনুভূতির উদয় করাইয়া মানবচিত্তকে যে উচ্চতর অবস্থায় পরিণত করিবার প্রথম উপকরণ দেওয়া হয়, তাহা তিনি দিতে জানিতেন বলিয়া মনে হয়; কারণ ঐ ভাবে প্রথম উপকরণগুলি দিতে পারিলেই শিক্ষার্থীর মন আপনা হইতেই উহাদিগকে যথাসম্বন্ধ সাজাইবার প্রয়াসে প্ররোচিত হয়। তিনি ইহা জানুন আর নাই জানুন, অন্ততঃ এই শিক্ষাবিজ্ঞান-নীতি অনুসারেই তিনি অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেন বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটী, কাল একটী—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন, তাঁহার যখন যেমন খেয়াল হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটীকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক, তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত যেন ভারতমাতা শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-স্বরূপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

আর একটী বিষয়ে মনস্তত্ত্বের আর একটী গভীর রহস্য তিনি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। সেটী এই যে, যাহা আপাত-

দৃষ্টিতে আমাদের নিকট কঠিন বা অরুচিকর বোধ হয়, তাহাতে কথনও মূঢ়তার আরোপ করিতে চেষ্টা না করা। ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বরং যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে উপভোগ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে হয়ত তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক এক কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ।
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়,
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২

চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ,
বিভ্রাট্‌ফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ,
প্রফুল্লপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪

প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ায়ৈ,
ত্রৈলোক্যসংহারক-তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ,
কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ,
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ,
সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮

তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হওয়ায় আমরা এই সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে, এমন কি সেই প্রথমাবস্থাতেও অল্পস্বল্প অর্থবোধ করিতে সমর্থ হইতাম।

আলোচনার বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্ব্বদাই পরিণামে অদ্বয় অনন্তের কথায় পর্য্যবসিত হইত। বাস্তবিক জগৎকে এইরূপে ব্যাখ্যা করা আচার্য্যদেবের অদ্বৈতবাদে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া আমার মনে হয়। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটী যে সেই চরম অনুভূতিরই একটী দৃষ্টান্তমাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্ম্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। বন্ধন-মাত্রকেই তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং যাহারা 'শৃঙ্খলকে পুণ্যের আবরণে ঢাকিতে চাহে তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন; কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চদরের রসশিল্পের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রকৃত সমালোচক যে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। একদিন আমরা কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামিজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন:

"প্রিয়তমের মুখের একটী তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত!"—এই পদটী আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে নাই তাহার জন্য

আমি এক কাণাকড়িও দিতাম না।" তাঁহার কথাবার্ত্তা সরস উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাহ্নে কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "দেখা যাইতেছে যে, একটী জাতিগঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে।"

কয়েক মাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাঁহার জগতে কোন বিশেষ কার্য্য করিবার আছে, তাঁহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবদেবীর কথা কহি না। কারণ মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্ম্মবীরগণের উদ্ভব।" তথাপি ভক্তিই যে এই সময়ের প্রত্যেক আলোচনার লক্ষীভূত ছিল, তাহা তিনি তখন জানিতে পারিতেন কি না, এ কৌতূহল কখনও কখনও আমার মনে উদিত হইয়াছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে যাঁহাদের মানসিক শক্তি-হ্রাসের সম্ভাবনা আছে তাঁহাদের জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা থাকিলেও, ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিস, তিনি তাহার আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে—

"প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বল্‌চে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই!
ডাক্‌চে বাঁশী—আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে।"*

এই সব গান সুর-সংযোগে গাহিতেন।

* কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত 'নিমাই-সন্ন্যাস'।

তিনি তাঁহার বন্ধুরচিত * গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সূচক ভাবগম্ভীর গীতটিও গাহিয়া শুনাইতেন—

"পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়,
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি বাঁকানয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবসখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়।"

এমন একটি দিন (৯ই মে) কখনই ভুলিবার নহে। তরুতলে বসিয়া আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, এমন সময় সহসা ঝড় আসিল। আমরা প্রথমে নদীর তীরে পোস্তায় ও পরে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলিত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। শুধু মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপতন-শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, আর থাকিয়া থাকিয়া ঘোর বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল।

তথাপি বাহ্য প্রকৃতির এই সকল আলোড়নের মধ্যে আমাদের ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহার চেয়েও এক গভীরতর অভিনয় তন্ময়ভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একমাত্র অভিনেতা

---

* পরলোকগত নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পাদচারণা করিতেছিল; একই কণ্ঠে সকল অভিনেতার ভূমিকা পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং জীবের ভগবৎপ্রেমই আমাদের সমক্ষে অভিনীত নাটকীয় বিষয় ছিল। অবশেষে সেই ভাব আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় সেই সময়ের জন্য এরূপ উজ্জিত প্রেমের উদ্দীপন হইল যে, বেগবতী স্রোতস্বতী তাহা নির্ব্বাপিত করিতে এবং প্রবল ঝঞ্ঝা তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারিত না। "বিপুল জলরাশিও কি কখনও প্রেমের নির্ব্বাপণ করিতে পারে, অথবা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে গ্রাস করিতে পারে?" ফলে এই জড়ে প্রাণসঞ্চারক নরদেব আমাদের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম এবং তিনিও আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১৭ই মার্চ্চ। আমাদের কুটীরবাসের প্রারম্ভে একদিন স্বামিজী ধীরা মাতা এবং জয়া নাম্নী শিষ্যাদ্বয়কে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গেলেন; তিনি স্বামিজীর নিমন্ত্রণে তাঁহার পল্লীগ্রামের বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা একজন অভ্যাগতা মহিলাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। সেই দিনটী ইহার নিকট জীবনের এক মহামহোৎসবের দিন বলিয়া স্মৃতিপথে জাগরিত রহিয়াছে। সে দিনের ভাগীরথীর মধুর প্রভাব, আচার্যদেবের সহিত দীর্ঘ কথোপকথন, আর প্রভাতে জয়ার সনির্ব্বন্ধ ও সাদর অনুরোধে পরম নিষ্ঠাবতীগণেরও অগ্রগণ্যা সেই হিন্দুমহিলাকে তাঁহার শিষ্যাস্থানীয়া বিদেশিনীগণের সহিত একত্র ভোজনে সম্মত করাইয়া তাঁহার মহৎ অনুষ্ঠান এবং সেই দিনকার

সকল মধুর পবিত্র বন্ধনের সূত্রপাত—এই সকলের কোনটীই সেই অভ্যাগতা মহিলার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবার নহে।

২৫শে মার্চ্চ। এক সপ্তাহ পরে বুধবার অপরাহ্ণে সেই অভ্যাগতা পুনরায় তথায় গমন করিলেন এবং শনিবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা তথায় অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় তথায় আগমন করা—ইহাই স্বামিজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে শুক্রবার ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের * দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিন জনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন এবং সেখানে ঠাকুরঘরে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানান্তর একজনকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটী জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পূজাশেষে আমরা উপরতলায় গেলাম। স্বামিজী যোগী শিবের ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তারপর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকার্য্য সম্বন্ধে নানা সন্দেহ এবং ভাবনা-বিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন এবং

* The Day of Annunciation—যেদিন দেবদূত আসিয়া ঈশা-জননী মেরিকে 'তাঁহার গর্ভে ভগবান জন্ম লইবেন' এই কথা জ্ঞাপন করেন।

প্লেগসংক্রান্ত ঘোষণা-শ্রবণে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের দিবস পর্য্যন্ত আমরা ইতোমধ্যে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

৩রা মে। তারপর আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনৈতিক গগন তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সূচনা দেখা যাইতেছিল। সেই সময় প্রতি রজনীতে চন্দ্র আরক্ত কুয়াসামণ্ডলে পরিবৃত দৃষ্ট হইত। সাধারণের ধারণা—ইহা প্রজাগণের মধ্যে অশান্তির সূচক এবং ইতঃপূর্ব্বেই প্লেগ, আতঙ্ক ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্য্যদেব আমাদের দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না এবং মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান শুভের ন্যায় অশুভরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পূজা করিতে সাহসী হয়।"

তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং যথাসম্ভব আবার পূর্ব্বের ন্যায় দিন কাটিতে লাগিল; যথাসম্ভব—কেন না মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সব দিক আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামিজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নৈনীতাল ও আলমোড়ায়

আসীন— শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী। কতিপয় পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য—ধীরামাতা, জয়া ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান—হিমালয়।

সময়—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই হইতে ২০শে মে পর্য্যন্ত।

আমরা একটী বড় দল অথবা প্রকৃতপক্ষে দুইটী দল বুধবার সন্ধ্যাকালে হাওড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমাদের কয়েক শত গজ দূরে পর্ব্বতরাজ যেন হঠাৎ সমভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তিনটী ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল— খেতড়ী-রাজকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্য্যদেবের আহ্লাদ, দুইজন বাইজীর আমাদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামিজীর নিকট গমন এবং অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামিজীর তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করা, আর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি : "স্বামিজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করেন, স্মরণ রাখিবেন যে আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহাদের সকলের অগ্রণী।"

আর এইখানেই, এই নৈনীতালেই স্বামিজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটী বিষয় এই আচার্য্যের শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—তাঁহার বেদান্ত-গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম-প্রচার এবং হিন্দুমুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা যে কার্য্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন।

নর্ত্তকীদ্বয়-সংক্রান্ত ঘটনাটী আমাদের নৈনী-সরোবরের শিরো-ভাগে অবস্থিত মন্দিরদ্বয়দর্শন-উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এই দুইটী মন্দির স্মরণাতীত কাল হইতে তীর্থরূপে ক্ষুদ্র রম্য 'নৈনীতালে'র পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। এইস্থানে আমরা দুইজন বাইজীকে পূজায় রত দেখিলাম। পূজান্তে তাহারা আমাদের নিকট আসিল এবং আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। আমরা তাহাদিগকে নৈনীতাল সহরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম এবং স্বামিজী তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনোমধ্যে যে একটা আন্দোলন চলিয়াছিল তাহা তখন লক্ষ্য না করিলেও পরে জানিতে পারিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমার যতদূর স্মরণ হয়, খেতরীর বাইজীর যে গল্প তিনি বারম্বার করিতেন তাহা প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীতালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই বলিয়া-ছিলেন। সেই খেতরীর বাইজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অনুরোধে তথায় গমন করেন এবং তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করেন—

"প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নেহী হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

অতঃপর আচার্যদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটী পর্দা উঠিয়া গেল এবং সবই এক বই দুই নহে—এই উপলব্ধি করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়া দেখিতেন না। [এই মন্দির-দর্শন-সংক্রান্ত ঘটনাটি পরে জয়া অপর একজনের নিকট শ্রবণ করেন ; বক্তা তখন সমবেত স্ত্রীমণ্ডলীকে ওজস্বিনী হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন—সে ভাষা প্রেম ও কোমলতা-পূর্ণ ছিল ; উহাতে সকলের প্রতি সমদৃষ্টির ভাব বিদ্যমান ছিল, তিরস্কারের চিহ্নমাত্র ছিল না।]

যখন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এবং বনপথ অতিবাহন করিতে করিতেই রাত্রি হইয়া গেল। আমরা রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম ; রাস্তা কোথাও খুব নীচু (তথায় জলস্রোতে খাদ পড়িয়া গিয়াছে), তারপরই আবার উঁচু ; কোথাও আবার কোণা-বাহিরকরা পাহাড়

ঘুরিয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই বিশালদ্রুমরাজিচ্ছায়াবহুল। ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি দূরে রাখিবার জন্য সমস্ত পথ আমাদের আগে আগে মশাল ও লণ্ঠন চলিয়াছে। যতক্ষণ বেলা ছিল, আমরা গোলাপ বন, ঝরণার আশেপাশে সরু সরু পাতাওয়ালা একজাতীয় ফার্ন্ এবং বন্য দাড়িম্বের ঝোপে লাল লাল কুঁড়িগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিলাম; কিন্তু নিশাগমে ইহাদের এবং হনিসাক্‌লের কেবল গন্ধই আমাদের অবশিষ্ট রহিল। নৈশ নিস্তব্ধতা, ক্ষীণ নক্ষত্রালোক এবং পর্ব্বতমালার ভাবগাম্ভীর্য্য ব্যতীত অপর কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা সানন্দে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া অবশেষে পাদপান্তরালে পর্ব্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত একটী ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার বদন আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক প্রত্যেক খুঁটনাটির দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি; আর সর্ব্বোপরি বাহিরের অপার্থিব 'নৈশ দৃশ্যাবলীর' কবিত্বে ভরপূর—নিজ নিজ অগ্নিকুণ্ডের পাশে উপবিষ্ট কুলিসংঘ, অশ্বগণের হ্রেষারব, অদূরস্থ ধরমশালা, তরুরাজির সন্ সন্ শব্দ এবং অরণ্যানীর গভীরভাবোদ্দীপক তমিস্রা।

প্রাতরাশের সময় আমাদের গৃহে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা কথাবার্ত্তায় কাটাইয়া দেওয়া স্বামিজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌঁছিবার দিন হইতেই স্বামিজী এই অভ্যাস পুনরায় সুরু করিলেন। তখন (এবং সকল সময়েই) তিনি অতি অল্প সময় ঘুমাইতেন এবং মনে হয় তিনি যে এত প্রাতে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আরও সকালে সন্ন্যাসিগণের

সহিত তাঁহার এক প্রস্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার মুখে। কখনও কখনও, কিন্তু কালেভদ্রে আমরা বৈকালেও তাঁহার দেখা পাইতাম, হয় তিনিই বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় ত আমরা নিজেরাই তিনি যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন সেই কাপ্তেন সেভিয়ারের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। একদিন মাত্র অপরাহ্নে তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটী নূতন এবং অননুভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। একপক্ষে যেমন এক নূতনতর রকমের আশাভঙ্গ ও অবিশ্বাসের ভাব, অপরপক্ষেও তেমনি বিরক্তি ও বলপরীক্ষার ভাব যেন দেখা দিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বামিজীর তদানীন্তন শিষ্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরেজ রমণী এবং চিন্তাপ্রণালী হিসাবে এই ব্যাপারের গুরুত্ব কতদূর, কত প্রবল পক্ষপাতিত্ব লইয়া ইংরেজগণ ভারতকে বুঝিতে চাহেন ও তাঁহারা নিজ জাতি, নিজেদের কৃর্ত্তি-কলাপ এবং ইতিহাসকে কিরূপ অন্ধ গৌরবের চক্ষে দেখেন—এ বিষয়ে উক্ত শিষ্যাকে মঠে দীক্ষিত করিবার পরদিবস পর্য্যন্ত স্বামিজীর কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেই দিন স্বামিজী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তুমি এখন কোন্ জাতিভুক্তা ?" উত্তর শুনিয়া স্বামিজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন ; দেখিলেন যে একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও

এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামিজীর তাৎকালিক বিস্ময় এবং আশাভঙ্গ বাহিরে প্রকাশ পাইল না বলিলেও হয়। একটী বিস্ময়ের চাহনি মাত্র, আর কিছুই নহে এবং উক্ত শিষ্যা কিরূপ ভাসা ভাসা ভাবে তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিলেও বঙ্গভূমে অবস্থানের বাকী কয় সপ্তাহে তাঁহার আস্থা ও সৌজন্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কিন্তু আলমোড়ায় আসিয়া যেন এক নূতন পাঠ লওয়া সুরু হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং পাঠশালার শিক্ষা ও শাসন যেমন শিক্ষার্থীর প্রায়ই অপ্রীতিকর হয়, তেমনি এখানেও উহা যৎপরোনাস্তি কষ্টসাধ্য হইলেও, কোনও আদর্শকে অসম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা যে সর্ব্বথা পরিহার্য্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। একটী মনকে তাহার স্বাভাবিক ভারকেন্দ্র ত্যাগ করাইতে হইবে। এর চেয়ে আর বেশী কিছুই করা হয় নাই, কখনও কোন ধারণা বা মত জোর করিয়া চাপান হয় নাই, শুধু একদেশিতা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র। এই ভীষণ পরীক্ষার অন্তেও স্বামিজী শিষ্যার নূতন বিশ্বাস এবং মত কিরূপ দাঁড়াইল এ বিষয়ে জানিতেও চাহেন নাই এবং যেখানে জাতি ও দেশ সংশ্লিষ্ট, সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষায় কোনরূপ জবরদস্ত প্রণালী আর কখনও অবলম্বিত হয় নাই। স্বামিজী সমস্ত ব্যাপারটীর আর আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার শ্রোত্রীও অতঃপর নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তাপ্রণালী ও অনুভূতিগত পার্থক্য এরূপ পূর্ণ ও প্রবলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, শিষ্যার পক্ষে মানসিক রাজ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছিল এবং অবশেষে

নিজের চেষ্টায় তিনি এরূপ একটি ভাব ও আদর্শ আবিষ্কার করিলেন, যাহা এই উভয়বিধ আংশিক মতের ন্যায়সঙ্গত সমন্বয় এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ। বহু সপ্তাহ পরে একবার কোন ঘটনা সম্বন্ধে উক্ত শিষ্যার নিরপেক্ষ মত জানিবার চেষ্টা করিয়া যারপর নাই বিফল-মনোরথ হইয়া স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বাস্তবিকই তোমার যেরূপ স্বজাতিপ্রেম, উহা ত পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য্য করিয়া থাকে—আমি চাই তুমি এইটুকু বুঝ, কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইহাকে উল্টাইয়া দিয়া বলিয়া থাক যে, একটী জাতিবিশেষের সকলই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা ত দুষ্টামি!" আর একটি বিষয় অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রতি পাশ্চাত্যগণের আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে এই শিষ্যা মহা একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়াছিলেন। মনের যে উদার ও নিঃস্বার্থ অবস্থায় লোক সত্যকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে তাহার তুলনায়, এই উভয় স্থলে নিজ সীমাবদ্ধ সহানুভূতির প্রকাশ এখন এই শিষ্যার নিকট খুব তুচ্ছ ও হীন-বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে সময়ে যেন ঐ সংকীর্ণতা বাস্তবিকই গন্তব্যপথের এক মহাবিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাঁহার সামনে যে আদর্শ মানবত্বের অভিনয় হইতেছিল, তাহাতে কোন কিছুর আড়াল পড়িতে দেওয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত ঐ বিঘ্ন অপসারিত হয় নাই। একবার এইটি বুঝিবার পর, যে সকল বিষয় তিনি মানিয়া লইতে বা বুঝিতে অক্ষম হইতেন, সেগুলির প্রতি তিনি সহজেই নিরপেক্ষ থাকিতে এবং তত্তৎসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া কালসাপেক্ষ, এই ভাবিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন। প্রতি ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন পূর্ব্বসংস্কার ও আদর্শ তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া সহানুভূতির অবাধগতিকে ব্যাহত করিত। আর চিরকাল এইরূপই ত ঘটিয়া থাকে। যুগবিশেষের পূজার্হ ভাবগুলিই পরবর্ত্তী যুগের চরণ-শৃঙ্খল গড়িয়া থাকে।

সুতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কারগুলির সহিত সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের দীর্ঘ তুলনা চলিত এবং অনেক সময় অতি মূল্যবান প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামিজীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন কিন্তু তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার মনে নাই, এইরূপই বোধ হইত; তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার শিষ্যগণকে পরীক্ষা করিতেন এবং উল্লিখিত চর্চ্চাগুলিতে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ একজনের—যিনি স্ত্রীলোক আবার ইউরোপবাসিনী ছিলেন তাঁহার—সাহস ও অকপটতা পরীক্ষা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই ঐ রীতির বিশেষত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন

স্থান—আলমোড়া।
সময়—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন মাস।

প্রথম দিন সকালের কথোপকথনের বিষয় ছিল: সভ্যতার মূল আদর্শ—প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য্য। হিন্দু-বিবাহরীতি-গুলিকে তিনি এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে, তাহারা এই আদর্শের অনুসরণে জন্মিয়াছে এবং সর্ব্ববিধ সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টীর অদ্বৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখাইলেন।

আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন যে, যেমন জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটী মুখ্য জাতি আছে, তেমনি চারিটী মুখ্য জাতীয় কার্য্যও আছে: ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিষ্পন্ন করিতেছে; সামরিক কার্য্য যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হস্তে ছিল; বাণিজ্যবিষয়ক কার্য, যাহা আজকালকার ইংলণ্ড করিতেছে এবং প্রজাতন্ত্রমূলক কার্য্য, যাহা আমেরিকা ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে। এই স্থলে তিনি কিরূপে আমেরিকা অতঃপর শূদ্রজাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে কার্য্যকারণরূপ সমস্যাগুলি পূরণ করিবে, এতদ্বিষয়ে কল্পনাসহায়ে

ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র-অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যিনি আমেরিকাবাসী নন, এরূপ একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া উক্ত জাতি কিরূপ বদান্যতার সহিত তত্রত্য আদিম অধিবাসিগণের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বর্ণনা করিলেন।

হয়ত বা তিনি উল্লাসপূর্ব্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার-সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামিজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটী ক্ষীণালোক স্থান, তৎপরে আর একটী ক্ষীণালোক স্থান, আবার সেখানে একটী সমাধি!'—এইরূপ বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্য্যানুরাগ ও সৌন্দর্য্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন। আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলাসম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!" তিনি আকবরের প্রসঙ্গ আরো বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রাসন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজ-বিহীন অনাচ্ছাদিত বাতাতপোন্মুক্ত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদ্গদ হইয়া আসিত এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত বেদনা কাহারও বুঝিতে আর বাকি থাকিত না।

কিন্তু সর্ব্ববিধ বিশ্বজনীন ভাবও আচার্য্যদেবের হৃদয়ে উদিত হইত। একদিন তিনি চীনদেশকে জগতের কোষাগার বলিয়া বর্ণনা করিলেন. এবং বলিলেন, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙ্গলালিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক শ্রোতা অসত্যপরায়ণতা উক্ত জাতির একটী সর্ব্বজন-পরিচিত দোষ বলিয়া অভিযোগ করেন—প্রাচ্য জাতিগণসম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের কিরূপ ভাসা ভাসা জ্ঞান, এই উক্তিই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনাগণ যুক্তরাজ্যে—যেখানে তাহারা ব্যবসায়পটু লোক বলিয়া পরিচিত—অদ্ভুত বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সাধুতার জন্য বিখ্যাত, এমন কি তাহাদের সাধুতা, পাশ্চাত্যগণ উক্ত শব্দ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন তদপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং এই অভিযোগটী অযথা বর্ণনের লজ্জাকর উদাহরণস্থল হইলেও এরূপ অযথা বর্ণন ত সচরাচর যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বামিজী কোনমতেই ইহার নামগন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন না। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অসত্যপরায়ণতা! সামাজিক কঠোরতা! এগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক শব্দ ব্যতীত আর কি? বিশেষতঃ অসত্যপরায়ণতার কথা ধরিতে গেলে যদি মানুষকে বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে বাণিজ্য বা সমাজ বা অন্য সর্ব্ববিধ সংহতি একটী দিনও টিকিতে পারিত কি? শিষ্টাচারের খাতিরে অসত্যপরায়ণ হইতে হয়, বলিতেছ? তাহা হইলে, পাশ্চাত্যগণের এ বিষয়ে যে ধারণা তাহার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়? ইংরেজ কি সকল সময়েই যথাকথিত স্থানে সুখবোধ এবং যথাকথিত স্থানে দুঃখবোধ

করিয়া থাকে? তবুও মাত্রাগত তারতম্য আছে, বলিতেছ? হয়ত আছে, কিন্তু শুধু মাত্রাগত।

অথবা তিনি কথাপ্রসঙ্গে সুদূর ইটালি দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতেন। ইটালি তাঁহার নিকট "ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম্ম ও শিল্পের একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাট্সিনির জন্মভূমি এবং উচ্চভাব, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি!"

একদিন শিবাজী ও মহারাষ্ট্রজাতি-সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় গৃহস্বরূপে লাভ করেন, তৎসম্বন্ধে কথা হইল। স্বামিজী বলিলেন, "আজও পর্য্যন্ত ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করেন, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।"

অনেক সময় 'আর্য্যগণ কাহারা এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি?' —এই প্রশ্ন তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল সমস্যা—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে সুইজারলণ্ডে থাকিয়াও জাতিদ্বয়ের আকৃতিগত সাম্যপ্রযুক্ত যেন চীনদেশে রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের সম্বন্ধেও এটী সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তার পর দেশভেদে আকৃতিভেদ-সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হুঙ্গারী-দেশীয় পণ্ডিতের মর্ম্মস্পর্শী গল্প (যিনি 'তিব্বতই হূনদিগের জন্মভূমি' এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং দার্জ্জিলিংএ যাঁহার সমাধি আছে)—এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইতাম।

এই প্রকারের প্রশ্নে শুধু স্বামিজী কেন, যাঁহাদিগকে ভারতীয়

প্রাচীন সভ্যতার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাঁহারাও সকলে কিরূপ মুগ্ধ হইতেন, আমরা এই সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুটিতে তাহাই লক্ষ্য করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতাম। মনে হইত, যেন প্রাচ্যের চিন্তাজগতে শ্রেণী, আচারব্যবহার এবং জাতি-তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন—এ সকলের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং ইহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এই সকল আলোচনার যে স্থান, পাশ্চাত্ত্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বতঃই মনে হইল যে, যখন প্রাচ্যে পুরাতত্ত্বের পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্যাগুলির আলোচনা করেন তখন তাঁহারা এই তত্ত্বটীর সাহায্য অবশ্যই লইবেন, অধিকন্তু সম্ভবতঃ ইহার উপর এক অতি উচ্চদরের বিচার-প্রণালী প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

কখনও কখনও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ব্যবধানের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামিজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতদুভয়ের সংঘর্ষ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং জাতির উন্নতিশীল ও শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমূহ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক বাঙ্গালার কায়স্থগণই যে মৌর্যরাজত্বের পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাঁহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি এই দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতাদর্শের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেন—"একটী প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচারব্যবহারের প্রতি চিরবর্দ্ধমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন; অপরটী স্পর্দ্ধাশীল, চঞ্চলপ্রকৃতি এবং উদার-সম্মুখপ্রসারিত-দৃষ্টি। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান্ বুদ্ধ ইঁহারা

সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়া যে ক্ষত্রিকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটী ঐতিহাসিক উন্নতির এক গভীর নিয়মেরই ফলস্বরূপ। এবং এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যাত হইবামাত্র বৌদ্ধধর্ম্ম এক জাতিভেদধ্বংসী সূত্ররূপে প্রতীয়মান হইত—'ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম্ম' ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত।"

বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বামিজী যে সময় কথা কহিতেছিলেন, সেটী এক মাহেন্দ্রক্ষণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামিজীর একটী কথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবটিই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "স্বামিজী, আমি জানিতাম না যে আপনি বৌদ্ধ!" উক্ত নামশ্রবণে তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসগণের দাস। তাঁহার মত কেহ কখনও জন্মিয়াছেন কি? স্বয়ং ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেন নাই—আর কি হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সাধু হইয়াও একটি ছাগশিশুকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম যে, এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাতৃপ্তির জন্য স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন এবং আশ্রয়দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন! আর আমার বাল্যকালে এক দিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম! কারণ আমি জানিয়াছিলাম যে ভগবান বুদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন!"

অনেক বার কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে তিনি এই ভাবে বুদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে, যিনি বারযোষা হইয়াও বুদ্ধকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইরাছিলেন, সেই রূপসী অম্বপালীর উপাখ্যান এরূপ প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণনা করেন যে, রসেটী-রচিত মেরী মড্‌লীনের আকুল-ক্রন্দনাত্মক বিখ্যাত অর্দ্ধ সনেটটীর * কথা স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল ঃ

"ওগো, আমায় ছাড়িয়া দাও! দেখিতেছ না, আমার প্রিয়-তমের মুখকমল আমায় নিকটে আকর্ষণ করিতেছে? আজ তিনি তাঁহার শ্রীচরণের জন্য আমার চুম্বন, আমার কেশপাশ, আমার অশ্রু মাগিতেছেন? ওগো, কে বলিয়া দিবে আবার কবে, কোথায় তাঁহার ঐ শোণিতলিপ্ত পদযুগল আমি আলিঙ্গন করিতে পাইব? তিনি যে আমায় ভালবাসিয়াছেন, আমায় চাহিতেছেন, আমায় ডাকিতেছেন; যাই, আমি যাই!"

কিন্তু স্বদেশপ্রেমই যে প্রত্যহ আলোচ্য বিষয় হইত, এমত নহে। কারণ একদিন প্রাতঃকালে এক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নূতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল ভক্তি—প্রেমাস্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতন্য-

---

* "Oh loose me! Seest thou not my Bridegroom's face,
That draws me to him? For His feet my kiss,
My hair, my tears, He craves to-day—And oh!
What words can tell what other day and place
Shall see me clasp those blood-stained feet of His?
He needs me, calls me, loves me, let me go!"

দেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পইয়াছে—

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ।
না সো রমণ না হাম্ রমণী ;
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি ।" ইত্যাদি

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ

সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি পারস্যের বাব নামক দেবতার পূজকগণের কথা বলিয়াছিলেন—সেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যখন স্ত্রীজাতিকর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কার্য্য করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতা এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্য্যের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে—ইহাই তাঁহার ধারণা।

আর একদিন অরুণোদয়কালে যখন উষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি উদ্যান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামিজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ বার্ত্তালাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ যে উর্দ্ধে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উহাই শিব, আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে তাহাই জগজ্জননী!" কারণ এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ—তিনি জগতের ভিতর বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর

বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু তিনিই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।

সারা গ্রীষ্মঋতুটি ধরিয়া তিনি কখনও কখনও আমাদের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সেই সকল ছেলে-ভুলান উপকথা বলিতেন, যাহাদের উদ্দেশ্য আদৌ আমাদের শিশুমহলে প্রচলিত গল্পগুলির মত নহে, কিন্তু অনেক বেশী—কেন না প্রাচীন গ্রীকজগতের পৌরাণিক উপকথাগুলির ন্যায় তাহারা চরিত্রগঠনের সহায়ক। ইহাদের মধ্যে শুকের আখ্যানটি আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে যখন আমরা ইহা প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন তুষারপর্ব্বতরূপী মহাদেব এবং আলমোড়ার উষর দৃশ্যাবলী আমাদের দৃষ্টিপথ অধিকার করিয়াছিল।

পরমহংসকুলাগ্রণী শুক পঞ্চদশ বৎসর ভূমিষ্ঠ হইতে চাহেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জননীর মৃত্যু ঘটিবে।* তখন তাঁহার পিতা জগন্মাতা উমার কৃপাভিক্ষা করিলেন। জগন্মাতা ক্রমাগত গর্ভস্থ ঋষির সম্মুখ

---

* শুকোপাখ্যানের এইরূপ বর্ণনায় পাঠকের খট্‌কা লাগিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সিষ্টার নিবেদিতা এখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপেই ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন—হয় ইহাকে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য, নয়ত শুকের হৃদয়ে যে গভীর প্রেম বিদ্যমান ছিল তাহারই আভাস দিবার জন্য; কারণ শুক জানিতেন যে, জন্মিবামাত্রই তিনি পিতামাতা, পরিজন, গৃহ এবং সর্ব্বস্ব ভগবৎপ্রেমের উদ্দেশ্যে বিসর্জ্জন দিবেন এবং তাহাতে সকলের বিশেষতঃ তাঁহার জননীর মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আখ্যায়িকাটির শেষাংশ পড়িবার সময়ও পাঠক এই বিষয়টী স্মরণ রাখিবেন।

হইতে মায়ার আবরণ অপসারিত করিয়া আসিতেছিলেন। ব্যাসদেব প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি এই কার্য্য হইতে বিরতা হন, নতুবা তাঁহার পুত্র কখনও ভূমিষ্ঠ হইবে না। মাত্র মুহূর্ত্তেকের জন্য উমা সম্মত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে শিশুর জন্ম হইল। তিনি ষোড়শ-বর্ষীয় নগ্ন বালকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পিতামাতা কাহাকেও না চিনিয়া সোজাসুজি বরাবর চলিতে লাগিলেন! ব্যাসও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তৎপরে একটি গিরিসঙ্কটান্তরালে গমন করিবামাত্র শুকের দেহ তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া লীন হইয়া গেল; কারণ ইঁহার জগদতিরিক্ত কোন সত্তা ছিল না; আর যেমন তাঁহার পিতা "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য হইতে 'ওঁ ওঁ ওঁ' প্রতিধ্বনি আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। অনন্তর শুক স্বীয় শরীর পুনর্গ্রহণ করিলেন এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত পিতার নিকট আগমন করিলেন। কিন্তু ব্যাস দেখিলেন যে, পুত্রকে দিবার মত তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই এবং যদি মিথিলারাজের তাঁহাকে দিবার মত কিছু জ্ঞান থাকে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে সীতাদেবীর পিতা জনকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিন দিন তিনি রাজতোরণের বহির্দ্দেশে বসিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহার তত্ত্ব লইল না, একবার বাক্যালাপ করিল না, বা চাহিয়াও দেখিল না। চতুর্থ দিবস তিনি সহসা মহাসমারোহে রাজসকাশে নীত হইলেন। তথাপি তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

তৎপর রাজার প্রধানমন্ত্রি-পদে বৃত প্রভাবশালী যোগিবর পরীক্ষার নিমিত্ত এক অনিন্দ্য-সুন্দর নারীরূপ ধারণ করিলেন—এত

সুন্দরী যে, উপস্থিত সকলেই তাঁহার উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন এবং কেহই কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু শুক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আপন আসনে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

তখন মন্ত্রিবর জনকের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "রাজন্, যদি আপনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্বেষণ করেন, তবে জানিবেন তিনি আপনার সম্মুখে!"

"শুকের জীবনী-সম্বন্ধে আর কিছু জানা নাই। তিনি আদর্শ পরমহংস ছিলেন। মানবগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন! অধিকাংশ যোগীর ইহার তরঙ্গরাজির তটভূমে সংঘাতজনিত অশনি-নির্ঘোষ মাত্র শুনিয়াই মানবলীলা সংবরণ করেন। অল্প কয়েক জন ইঁহার দর্শনলাভ করেন এবং আরও অল্প কয়েক জন ইঁহার আস্বাদমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক এই আনন্দপারাবারের জল পান করিয়াছিলেন!"

বাস্তবিক, শুকই স্বামিজীর মনের মতন যোগী ছিলেন। তাঁহার নিকট শুক সেই সর্ব্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির আদর্শরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেলা মাত্র! বহুদিন পরে আমরা শুনিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর স্বামিজীকে যেন 'আমার শুকদেব' এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা"—গীতার প্রকৃত অর্থ আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্গীতার গভীর

আধ্যাত্মিক অর্থ এবং গুরুর মাহাত্ম্য-দ্যোতক এই শিববাক্য দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তিনি যেন আনন্দ-সমুদ্রের সুদূর তলদেশ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে আর একদিন স্বামিজী হিন্দু-সভ্যতার চিরন্তন উপকূলে আধুনিক চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে সকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোক নাই, যাহার উপর তাঁহার ছায়া না পড়িয়াছে!" এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই স্থানে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, ইহা মনে হইলে তিনি যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন।

স্বামিজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তনকারী ও বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় গল্প ছিল সেই দিনকার ঘটনাটী—যে দিন তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে তাদৃশ স্থানবিশেষে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা বিধেয় কি না, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, ধীরে সুস্থে এবং গুরুগম্ভীর চালে গৃহগমনরত

এক স্থূলকায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, "মহাশয়, আপনার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।" এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিজ্ঞজনোচিত বিস্ময় জানাইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রভু সক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পাজি! খান কয়েক বাথারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমায় আমার বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস্!" এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি-চাদর এবং চটিজুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্য্যন্ত পরিলেন না।

"বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?"—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রপাঠার্থ এক মাসের জন্য নির্জ্জন গমনের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জ্জন বাসের পর তিনি "শাস্ত্র এরূপ পুনর্ব্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহেন"—এই মত প্রকাশ করিয়া এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; সুতরাং সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইলে ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামিজী আরও বলিলেন, "আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপর উপস্থাপিত না হইয়া বরং এক অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূতআধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম এবং যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে, অনাহারে ও রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন 'পোষাকী' মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

বাঙ্গালার আচার্য্যশ্রেণীর মধ্যে একজনের নাম স্বামিজী ইঁহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড হেয়ার—সেই বৃদ্ধ স্কট্‌ল্যাণ্ডবাসী নিরীশ্বরবাদী, মৃত্যুর পর যাঁহাকে কলিকাতার যাজকবৃন্দ ঈশাহীজনোচিত সমাধিদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকারোগাক্রান্ত এক পুরাতন ছাত্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নিজ ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিস্থ করিল এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই আজ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া কলেজস্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তীর্থের ন্যায় তাঁহার সমাধিস্থান-দর্শনে গমন করিয়া থাকে।

এইদিন আমরা কথাবার্ত্তার মধ্যে কোন সুযোগে স্বামিজীকে জেরা করিয়া বসিলাম—ঈশাহীধর্ম্ম তাঁহার নিজের উপর প্রভাব

বিস্তার করিয়াছে কি না। এইরূপ সমস্যা যে কেহ সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন স্কট্ল্যাণ্ডবাসী শিক্ষক হেষ্টি সাহেবের সহিত মিশা-মিশিতেই তাঁহার ঈশাহী প্রচারকগণের সহিত একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উষ্ণমস্তিষ্ক বৃদ্ধ অতি সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার বালকগণেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্বামিজীকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, "হাঁ বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!" স্বামিজী সানন্দে বলিলেন, "আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, কিন্তু তিনি যে আমাকে তেমন ঈশাহীভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, একথা তোমরা বলিতে পার কি? আমার ত মনে হয় না।" প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে, তিনি মাত্র ছয়মাস কাল তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন; কারণ তিনি কলেজে এত অনুপস্থিত ছিলেন যে, জেনারেল এসেম্ব্লি (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ) কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বি, এ, পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই; যদিও তিনি উহাতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেন, এইরূপ ভরসা দিয়াছিলেন।

এতদপেক্ষা লঘুতর প্রসঙ্গেও আমরা চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটি এস্থলে উল্লিখিত হইল। আমেরিকায় এক নগরে স্বামিজী এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত এবং রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী

এবং এক দম্পতীর সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ একটি করিয়া পেরু কাবাব করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতী লোকের ভূত নামাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। স্বামিজী ঐ লোকটীকে তাঁহার লোক-ঠকান ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভর্ৎসনাসহকারে বলিতেন, "তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নহে।" অমনি স্ত্রীটি পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, "হাঁ, মহাশয়! আমিও ত উহাকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়া থাকি; কারণ উনিই যত ভূত সাজিয়া মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু তা মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্‌ই লইয়া যায়।"

তিনি আমাদিগকে এক ইঞ্জিনিয়ার যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়া জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে স্থূলকায়া মিসেস্ উইলিয়াম্‌স্ পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহার ক্ষীণকায় জননীরূপে আবির্ভূতা হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই হইয়াছ!" স্বামিজী বলিলেন, "এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম; কারণ আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে।" কিন্তু স্বামিজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্জিনিয়ার যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং আকৃতির পরিচয়স্বরূপ এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, "তোমায় ত, বাপু, কতবার বলিলাম যে তাঁর নাকের উপর একটী আঁচিল ছিল!" অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ কৃষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ও তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া

দিয়া 'ছবি প্রস্তুত' বলিয়া সংবাদ দিলেন এবং কৃষকপুত্রকে আসিয়া উহা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে আসিয়া ক্ষণেক চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে শোকবিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিল, "বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত বদলে গেছ!" এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়ার যুবক আর স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিত না। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা গিয়াছিল যে, সে একটা গল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে রাগিয়া যাইতে দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এবম্প্রকার সাধারণভাবে মনোরঞ্জন করিবার নানা বিষয় সত্ত্বেও স্বামিজীর মনের ভিতর এই সময় একটা বিরক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমাদের দলের মধ্যে যাঁহারা পুরাণ ছিলেন, তাঁহাদের একজনের মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইল যে, আচার্য্যদেবের বিশ্রাম এবং শান্তির প্রয়োজন। অনেকবার মানবজীবনের অশান্তি-নির্য্যাতনের কথা তিনি বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল তাহার যে আরও কত নিদর্শন ছিল, তাহা কে বলিবে? এ বিষয়ে তিনি দুই-একটী কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও তাহাই যথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার নির্জ্জন বাসের নিমিত্ত বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, আমি একাকী বনপ্রদেশে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিব।"

তারপর উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মাথার উপর বালশশী দীপ্তি পাইতেছে দেখিলেন এবং বলিলেন, "মুসলমানগণ শুক্লপক্ষীয়

শশিকলাকে যথেষ্ট আদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার মানস কন্যাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কন্যাও বুঝিলেন যে, স্বামিজীর সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বভাবরূপ পুরাতন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। এক নূতন এবং গভীরতম সম্বন্ধ যে উহার স্থান অধিকার করিতেছিল তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না; কেবল এইমাত্র জানিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং অপরূপ মাধুর্য্যময়।

এইরূপে সেই সংঘর্ষের অবসান হইল এবং উক্ত শিষ্যা এখন হইতে বরাবর স্বামিজীর সর্ব্ববিধ মতামত আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ হইলেও, পরীক্ষার্থ অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—সে অবসরমত হইবে।

২৫শে মে। তিনি যেদিন যাত্রা করিলেন সেদিন বুধবার। শনিবারে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জ্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাবভঙ্গ হইয়া যাইত এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্নপদে ভ্রমণক্ষম এবং শীতাতপ ও অল্পাহার-সহিষ্ণু সন্ন্যাসীই আছেন। প্রতীচ্যবাস তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে নাই। এই

উপলব্ধি এবং অপর যাহা কিছু তিনি এই কয়দিনে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখনকার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং আমরা সেভিয়ার সাহেবের উদ্যানে ইউকালিপ্টাস্‌গুলির তলে এবং চারা গোলাপ গাছগুলির মধ্যে তাঁহার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া আসিলাম।

৩০শে মে হইতে ২রা জুন। পরবর্ত্তী সোমবার তিনি যাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেভিয়ার দম্পতির সহিত তিনি এক সপ্তাহের জন্য কোন একটী স্থান দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন এবং আমরা আলমোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়ন, অঙ্কন ও গাছপালা সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চ্চা করিতে লাগিলাম। সেই সপ্তাহের একদিন সন্ধ্যায় আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। কি জানি কেন আমাদের চিন্তা 'ইন মেমোরিয়াম্' * লইয়া ব্যাপৃত ছিল এবং আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিলেন :

"তথাপি যতদিন শ্রবণশক্তি থাকিবে, ততদিন এই কর্ণদ্বয়ে একটী ঘণ্টা ধীরমন্থরভাবে ক্রমাগত বাজিতে থাকিবে এবং জানাইয়া দিবে যে, যে প্রিয়তম আত্মা মনুষ্যশরীরে ছিল, তাহা আর মরজগতে নাই। আমি এখনও উহা শুনিতেছি, অবিশ্রান্ত শুনিতেছি, উহা অবিরত গতাসুর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জানাইতেছে;

---

* In Memorium—ইংরেজ কবি টেনিসন-প্রণীত প্রসিদ্ধ শোকগীতিকাব্য। তাঁহার প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত।

বলিতেছে, তোমার মঙ্গল হউক! মঙ্গল হউক! বিদায়! চিরদিনের মত বিদায়!"

সেইক্ষণেই সুদূর দক্ষিণে আমাদেরই একজন পরমাত্মীয় আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপ মন্দির হইতে কোন সূক্ষ্মতর জ্যোতির রাজ্যে প্রয়াণ করিতেছিলেন। এ সংসারের পরপারে সেই রাজ্যে ভগবৎসান্নিধ্য স্পষ্টতর হওয়াই সম্ভবপর এবং হয়ত সেই জন্যই সেখানে প্রকাশও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমরা এই দুঃসংবাদ এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। আরও একদিবস আমাদের অজানিত কোন কিছুর মসিময়ী ছায়া আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। তৎপরে শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক 'তার' আসিল। তারটী একদিন দেরীতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে উৎকামন্দে গুড্‌উইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' প্রকাশ পাইল যে, সে অঞ্চলে যে সান্নিপাতিকের মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং দেখা গেল যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামিজীর কথা কহিয়াছিলেন এবং তিনি যেন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, সাগ্রহচিত্তে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামিজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক ও উঠান হইয়া তাঁহার রাস্তা গিয়াছিল। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্ত্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি আমাদের দুঃসংবাদের বিষয় অবগত ছিলেন না, কিন্তু ইতঃ-

পূর্ব্বেই তাঁহাকেও যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, যিনি গোখুরা সর্প কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া 'প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে' এইমাত্র বলিয়াছিলেন এবং যাহাকে স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "এইমাত্র আমি এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে—পওহারী বাবা নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি হোমাগ্নিতে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।" তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "স্বামিজী! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই?"

স্বামিজী গভীরআবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তাহা আমি জানি না। তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্য্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই জানিতেন।"

ইহার পর আজ প্রায় কোন কথাবার্ত্তা হইল না এবং সন্ন্যাসিগণ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। তখনও অপর সংবাদটির কথা তাঁহাদিগকে জানান হয় নাই।

৬ই জুন। পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এক গভীর ভাবে ভাবিত। তিনি পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া গুড্‌উইন সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিল। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন। কয়েক দিন

পরে তিনি যে স্থানে ইহা প্রথম পাইয়াছিলেন, সে স্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং ইহা যে দুর্ব্বলতা, একথাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতি দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা আর ক্রমবিকাশের উচ্চতর সোপানে মৎস্য কিংবা কুক্কুর-সুলভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই। মানুষকে এই ভ্রম জয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের (সগুণ ঈশ্বরের) ইচ্ছানুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "গুড্‌উইন্‌কে মারিয়া ফেলার জন্য মনে কর কি এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা যেন মানুষের অধিকার এবং কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে!—গুড্‌উইন্ বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত!" অন্ততঃ ভারতবর্ষে মনের এইরূপ ভাবকে ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারও কোন বাধা নাই, কারণ এই অবিচলিত ভাবই সর্ব্বোচ্চ সত্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগামী।

স্বামিজীর এই উক্তিটির সহিত এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি শুনিয়াছিলাম তাহার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা যে সকল অলীক কল্পনাসহায়ে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করি,

তাহা দেখিয়া ঠিক এইরূপ তীব্র বিস্ময়ের সহিত তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দেখ, প্রত্যেক ক্ষুদ্র শাসক এবং কর্ম্মচারীর জন্য ছুটির ও বিশ্রামের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। আর সনাতন নিয়ন্তা ঈশ্বরই বুঝি শুধু চিরকাল বিচারাসনেই বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার আর কখনও ছুটি মিলিবে না!"

কিন্তু এই প্রথম কয় ঘণ্টা স্বামিজী তাঁহার বিয়োগদুঃখে অটল রহিলেন এবং আমাদের সহিত বসিয়া ধীরভাবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তির পরিণত ফলস্বরূপ যে ত্যাগ তাহারই কথা বলিতে লাগিলেন—কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মনুষ্যগণকে ব্যক্তিত্বের সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়া লইয়া যাইলেও আবার তাহাকে এমন এক স্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর পাশবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করে।

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বন্ধীয় উপদেশসমূহ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক জনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল এবং তিনি পুনরায় আসিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, "আমার ধারণা, অনাসক্ত হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।"

হঠাৎ গভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামিজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথা বলিতেছি, এটা কি? ইহা অত্যন্ত হানিকর!" এবং প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে হইলে কিরূপ কঠোর আত্মসংযমের অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলির আবরণ উন্মোচন করা চাই এবং অতি কুসুম-

সুকুমার হৃদয়েরও যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সংসারের পাপ-কালিমায় কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্ত্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল দাঁড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি মানুষ কখন ধর্ম্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া এক খুরি ছাই উত্তরস্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর এবং যে কোন মুহূর্ত্তেই বিজেতার বিজিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, যেন এই ত্যাগের পতাকা এক মহান্ বিজয়ের পতাকা, যেন "চিরন্তন বধূস্বরূপ শ্রীভগবানকে বিবাহেচ্ছু আত্মার নিকট দৈন্য এবং আত্মজয়ই একমাত্র উপযুক্ত আভরণ এবং জীবনটা যেন দানযজ্ঞের এক সুদীর্ঘ সুযোগ, আর আমাদের আমার বলিতে যদি এমন কিছু থাকে যাহার প্রার্থী আমরা পাই না, সেইটীই শুধু নষ্ট হইল মনে করিয়া দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।" বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় এই ভাবের কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি এইরূপে যে ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন, উহা ইউরোপে যে দুঃখোপাসনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাই কি না।

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামিজী উত্তর করিলেন, "আর সুখের পূজাটাই বুঝি ভারী উঁচুদরের জিনিস?" তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু আসল কথা এই যে, আমরা দুঃখেরও

পূজা করি না, সুখেরও পূজা করি না। এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা সুখ-দুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য।”

৯ই জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। স্বামিজীর মনের তাঁহার জন্মগত হিন্দুশিক্ষাদীক্ষাসুলভ এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হয়ত একদিন কোন একটী ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাবের গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হয়ত তাহাকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে নির্জ্জীব করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার স্বজাতিসুলভ এই বিশ্বাসের এত পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন যে, যদি কোন ভাব আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সত্য এবং যুক্তিসহ হয়, তাহা হইলে উহার বাস্তব সত্তা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এইরূপ চিন্তাপ্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাঁহার আচার্য্যদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন এক ধর্ম্মেতিহাসে প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “কি! তাহা হইলে তুমি কি মনে কর না যে, যাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণা করিতে পারিত, তাহারা নিশ্চিত সেই সব ভাবেরই যেন মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিল?”

সুতরাং, যেমন খ্রীষ্টের অস্তিত্ব বিষয়ে তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি কখনও কখনও তাঁহার স্বভাবসুলভ সাধারণ সন্দেহের ভাবেও কথাবার্ত্তা বলিতেন। “ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদের ভাগ্যেই ‘শত্রু-মিত্র উভয়’-লাভই ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ত সকলের চেয়ে বেশী

বাস্তবতাশূন্য। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা এবং ঋষি—হয়ত এই সব ভাবগুলি একত্রীকৃত হইয়া গীতাহস্তে এক সুন্দরমূর্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল।"

কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারগণের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইলেন এবং তারপরই ভগবান সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে ব্যূহসংস্থান লক্ষ্য করিয়া লইয়া শিষ্যস্থানীয় রাজপুত্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন— এই মর্ম্মের এ অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইল।

বাস্তবিকই এই গ্রীষ্মঋতুতে উত্তরভারতের এক অংশ হইতে অংশান্তরে গমনকালে আমরা এই কৃষ্ণলীলা লোকের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম। রাস্তার ধারে গ্রামগুলিতে নর্ত্তকগণ নৃত্যকালে যে সকল গান গাহিত, তাহা সব রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। এতদ্ভিন্ন স্বামিজী একটা কথা বারংবার বলিতেন (অবশ্য ইহার সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামতই ছিল না) যে, ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তবে কি গোপীগণের সেই অপূর্ব্ব পুরাতন কাহিনী সত্য সত্যই কোন পশুপালকগণের মধ্যে প্রচলিত পূজার অংশবিশেষ, যাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোন প্রথার অঙ্গীভূত হইয়া এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর আলোকেও নিজ নাট্যোচিত কোমলতা ও আনন্দটুকু বজায় রাখিয়া অব্যাহতভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে?

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামিজী কোথাও গিয়া একাকী বাস

করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। যে স্থানে তিনি গুড্‌উইনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল এবং পত্র-আদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে ভিতরে পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি (স্বামিজী) নিজে বাহ্যতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ এবং সেইজন্য তিনি কখনও কখনও স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন।

একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটী দোষযুক্ত পংক্তি হইয়া গেলেন এবং উহাকে একটী ক্ষুদ্র কবিতারূপে ফিরাইয়া আনিলেন। সেটী স্বামিহীনা গুড্‌উইন্‌-জননীকে তাঁহার পুত্রের স্মরণে স্বামিজী-প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপে প্রেরিত হইল।

তাহার শক্তিলাভ হউক !*

"হে আত্মন্‌, তোমার তারকা-বিকীর্ণ পথে ছুটিয়া চল। হে আনন্দস্বরূপ, সেই লোকে দ্রুত গমন কর যথায় চিন্তাস্রোত সদাই স্বাধীনভাবে বহিয়া থাকে, যথায় মানবের দৃষ্টি কাল ও ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা আর অবরুদ্ধ হয় না। শাশ্বত শান্তি ও আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।

"তোমার সেবা প্রকৃত সেবা ছিল, তোমার আত্মত্যাগযজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে। এখন অতীন্দ্রিয় আনন্দঘন তোমার আবাসস্বরূপ হউক,

* 'বীরবাণী'র Requiescat in Peace-শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।

দেশকালের ব্যবধান যাহা লোপ করিয়া দেয়, সেই মধুর স্মৃতি বেদীর উপর স্থাপিত গোলাপস্তবকের মত জগতে তোমার স্থান পূর্ণ করুক।

"তোমার বন্ধনসকল টুটিয়াছে, পরম নিবৃত্তিলাভ করায় আর তোমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; যাহা জন্ম ও মৃত্যুরূপে আসিয়া থাকে, সেই বস্তুর সহিত তুমি তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি চিরকাল অপরকে সাহায্য করিয়াই আসিয়াছ; জগতে তোমার প্রতি কার্য্যই নিঃস্বার্থ ছিল—এখন ঐ পথেই অগ্রসর হও, এই দ্বন্দ্বপূর্ণ জগৎকে চিরকাল প্রেমদানে সাহায্য করিতে থাক।"

তৎপরে আসল কবিতাটীর কিছুই রহিল না বলিয়া এবং যাঁহার লেখা সংশোধিত হইল (উক্ত লেখিকার পংক্তিগুলি ত্রিপদী ছন্দে ছিল) তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস, তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোন সহানুভূতি বা মত তাঁহার চক্ষে ভাবপ্রবণ বা অযথার্থ বোধ হইলে তিনি তাহার প্রতি খুব কঠোর হইতে পারিতেন, কিন্তু কেহ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে আচার্য্যদেব সর্ব্বদা আগ্রহ এবং কোমলতার সহিত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন।

আর পুত্রহারা জননীও কত আনন্দের সহিত তাঁহার কবিতার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলেন এবং শোকভারাক্রান্তা হইলেও সুদূর প্রবাসে পরলোকগত স্বীয় পুত্রের উপর স্বামিজী যে সৎ প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

১০ই জুন। আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্নে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া রোগটীকে রোহিণী নামক ব্যাধি (Cancer) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্ব্বে ইহা যে সংক্রামক রোগ, তাহা শিষ্যগণকে বহুবার বুঝাইয়া দেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে 'নরেন্দ্র' (তখন তাঁহার ঐ নাম ছিল) আসিলেন এবং দেখিলেন, উঁহারা একত্র হইয়া রোগের বিপজ্জনকত্বের আলোচনা করিতেছেন। তিনি ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে শুনিলেন এবং তৎপরে মেজের দিকে তাকাইয়া পায়ের গোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট পায়সের বাটিটী দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাদ্যবহা নলীটীর সঙ্কোচবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিতে অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা ও পুঁজ নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। 'নরেন্দ্র' বাটিটী উঠাইয়া লইয়া সর্ব্বসমক্ষে উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঠগুদামের পথে

১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করিলাম। কাঠগুদাম পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই পথটুকু অতিবাহিত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী—গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই সব গাছপালা, দলে দলে বানর, আর চির-বিস্ময়কর ভারতের রজনী।

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভুত রকমের পুরাণ পানচাক্কীর এবং শূন্য কামারশালের কাছে আসিয়া স্বামিজী ধীরামাতাকে বলিলেন, "লোকে বলে, এই পার্ব্বত্য অংশে একজাতীয় গন্ধর্ব্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটি সত্য ঘটনা জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে ঐ সকল মূর্ত্তির দর্শন পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।"

এখন গোলাপের মরসুম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক-প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটিয়া রহিয়াছিল, স্পর্শমাত্রেই উহা ঝরিয়া পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সহিত ইহার স্মৃতি বিশেষ-ভাবে জড়িত বলিয়া স্বামিজী উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

১৩ই জুন। রবিবার অপরাহ্নে আমরা সমতল ভূমির সন্নিকটে একটী হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশ্রাম করিলাম। সেই আমাদের নিকট এক অদ্ভুত ঢং-এর হোটেল বলিয়া মনে হইল।

সেইখানে স্বামিজী আমাদের জন্য রুদ্র-স্তুতিটীর অনুবাদ করিলেন : "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" —অর্থাৎ আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও, আমাদিগকে তমঃ হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও, আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্দ্বারা আমাদিগকে নিত্য রক্ষা কর।

'আবিরাবির্ম এধি'—এই অংশের অনুবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কি না : "আমাদের অন্তস্তলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও।" কিন্তু অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "ইহার আসল মানে এই—আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।" তিনি স্পষ্টই ভয় করিয়াছিলেন যে, এই স্বল্পাক্ষর বাক্যটি অপূর্ব্ব গম্ভীরার্থ বলিয়া ইংরেজীতে ইহার ঠিক ঠিক অর্থবোধ হইবে না। কিন্তু সেদিন বৈকালে আমরা যাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই অর্থ টীই পরে আমার নিজের চক্ষে খুব প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। কারণ আমি বুঝিয়াছি যে, ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে : "হে রুদ্র, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও আত্মপ্রকাশ কর।" এক্ষণে আমি তাঁহার অনুবাদটীকে সমাধিকালীন অনুভূতিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ

প্রতিরূপমাত্র বলিয়া মনে করি। উহা যেন সংস্কৃতের মধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরেজী ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে।

বাস্তবিকই সে অপরাহ্নটি যেন শুধু অনুবাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল এবং তিনি হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রটীর * কতিপয় স্থল আমাদের নিকটে অনুবাদ করিয়া দিলেন :

আমি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; বায়ুসকল আমার অনুকূল হউক, নদীসকল অনুকূল হউক, ওষধিসকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও উষা আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অনুকূল হউক ; আমাদের দ্যৌরূপী পিতা অনুকূল হউন, বনস্পতিসকল আমাদের অনুকূল হউক, সূর্য্য অনুকূল হউন। গো-সকলও আমাদের অনুকূল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

পরে স্বামিজী খেতড়ীর নর্ত্তকীর নিকট যে সুরদাসের গানটী শুনিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেন :

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদরশী হৈ নাম তিহারো,

---

* "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্ম-ধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

ইংরেজী অনুবাদের বাঙ্গালা না দিয়া একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ উপরে দেওয়া হইল।

চাহে তো পার করো ॥
এক লোহা পূজা মে রখত
এক রহত ব্যাধ ঘর পর,
পরশ কে মন দ্বিধা নহী হৈ,
দুহুঁ এক কাঞ্চন করো ॥
ইক নদীয়া ইক নার কহাবত মৈলী নীর ভরো।
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ো স্থরস্থরি নাম পর ;
ইক মায়া ইক ব্রহ্ম কহাবত স্থরদাস ঝগেরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥

সম্ভবতঃ সেই দিন কি আর এক দিন তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, যিনি তাঁহাকে একপাল বানর কর্ত্তৃক উত্যক্ত দেখিয়া এবং তিনি পশ্চাদ্‌পদ হইয়া ফিরিয়া পলাইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা জানোয়ারগুলির সম্মুখীন হইও।"

বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই চটিতে পৌছিলাম বলিয়া দুঃখবোধ হইত। এই সময়ে রেলযোগে তরাই নামক সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটী সারা বিকাল লাগিয়াছিল এবং স্বামিজী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি। পার্ব্বত্য পথ দিয়া অবতরণকালে আমরা দেখিলাম যে, সমতলবাসিগণ দলে দলে সপরিবারে ও সমস্ত জিনিষ পত্র লইয়া বর্ষার প্রারম্ভে যে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য উচ্চতর পাহাড়-অঞ্চলে

পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে রেলগাড়ীতে যাইতে যাইতে গাছ-পালার ক্রমিক পরিবর্ত্তন আমাদের নজরে পড়িতে লাগিল, আর আমাদিগকে বন্য ময়ূরের ঝাঁক অথবা এখানে সেখানে এক আধটা হাতী বা একসারি উট দেখাইতে দেখাইতে স্বামিজীর কি আনন্দ! তাহাদের মালিকদেরও বুঝি এগুলিকে দেখাইয়া এত আনন্দ হইত না।

অনতিবিলম্বেই আমরা তালবনের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। Yucca এবং ফণীমনসার এলাকা আমরা পূর্ব্বদিনেই ছাড়াইয়া আসিয়াছি এবং সুদূর আচ্ছাবল না পৌছান পর্য্যন্ত আমরা আর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষগুলি দেখিতে পাইব না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বারামুল্লার পথে

ব্যক্তিগণ : শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী একদল ইউরোপীয় নরনারী, ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান : বেরিলী হইতে কাশ্মীরান্তঃপাতী বারামুল্লা পর্য্যন্ত।

সময় : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই হইতে ২৪শে জুন পর্য্যন্ত।

১৪ই জুন। পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম; এই ঘটনায় স্বামিজী অতি উল্লসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও এত প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক যেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া প্রতীতি হইত। স্বামিজী বলিলেন, "সেখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে তাহার সোহহং, সোহহং ধ্বনি শুনিয়া থাকে।" বলিতে বলিতে সহসা বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সুদূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের নয়নসমক্ষে যবনগণের সিন্ধুনদতীরে অভিযান, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাম্রাজ্যের বিবৃদ্ধি—এই সকল মহান্ ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি যেমন করিয়া হউক আটক পর্য্যন্ত গিয়া যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার-ভাস্কর্য্যের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব্ব বৎসর লাহোরের

যাদুঘরে দেখিয়া থাকিবেন) এবং "কলাবিদ্যাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে"—ইউরোপীয়গণের এই অর্থ-হীন অন্যায় দাবী নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কতিপয় চির-প্রত্যাশিত নগর —কোনও কোনও বিশ্বাসী ইংরেজ শিষ্যের শৈশবের বাসভূমি লুধিয়ানা, যেথায় স্বামিজীর ভারতীয় বক্তৃতার অবসান হইয়াছিল সেই লাহোর এবং অন্যান্য নগর—চকিতের ন্যায় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। আমরা অনেক শুষ্ক কঙ্করময় নদীগর্ভের উপর দিয়াও চলিতেছিলাম। শুনিলাম, দুইটী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম দো-আব এবং সমস্ত নদীগুলি যে ভূখণ্ডের অন্তর্গত তাহার নাম পঞ্জাব। গোধূলির আলোকে এই সকল পার্ব্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটী অতিক্রমকালে স্বামিজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্ব্বের অপূর্ব্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র-আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্য্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।"

অনেক মাস পরে শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন স্বামিজীর মুখে পুনরায় এই দর্শনটীর কথা শুনেন এবং তাঁহার (স্বামিজীর) চিন্তাপ্রণালীর ঘনিষ্টতর পরিচয় পাওয়ায় এই শিষ্যের মনে হইয়াছিল যে, অপরোক্ষ অনুভূতি হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী। অতীন্দ্রিয় জগতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসকলের যে একটী পারম্পর্য্য থাকে এবং যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান ও জীবনসূত্রের মুহুর্মুহুঃ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও যে তাহার ব্যত্যয় হয় না, হয়ত এই দর্শন স্বামিজীর নিকট ইহাই সূচিত করিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে কেহই তাঁহার নিকট এ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা আশা করিতে পারেন না। কেন না, যে সকল লোক দিনরাত নিজ নিজ অতীত জীবনের কল্পনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, স্বামিজী তাহাদিগকে চিরকাল অত্যন্ত হীনবুদ্ধি জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় বার গল্পটী-উল্লেখের সময় তিনি ইহার একটু আভাস এক সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে দিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন, "শঙ্করাচার্য্য বেদের ধ্বনিটীকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা—" বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে ন্যস্ত হইল—"আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মত কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন তানকে ধ্বংসমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্যই ঐ—বেদ এবং উপনিষৎসমূহের সৌন্দর্য্যের স্পন্দন মাত্র।"

অবশ্য এই প্রকারের উক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে কল্পনামূলক এবং আবেগে কথনও কথনও তিনি হঠাৎ যেসকল মত প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তৎসম্বন্ধে কেহ মনে পড়াইয়া দিলে তিনি নিজেও তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্তের নিকট সেই মতগুলি অনেক সময় মূল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইত।

একবার সুদূর পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে একজন উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দ যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনের অপনোদক না হন, তবে তিনি কি আর হইলেন!" এই দিনের একটী সামান্য ঘটনাতে কথাগুলি মনে পড়িল। পঞ্জাব-প্রবেশের পর কোন এক ষ্টেসনে তিনি এক মুসলমান খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার হাত হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে মরী পর্য্যন্ত আমরা টঙ্গায় যাইলাম এবং কাশ্মীরযাত্রার পূর্ব্বে তথায় কয়েক দিন অতিবাহিত করিলাম। এইখানে স্বামিজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি প্রাচীনপন্থিগণকে—কোন ইউরোপীয়কে গুরুভাইরূপে বা স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে প্রবর্ত্তকরূপে গ্রহণ করাইতে আদৌ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গালা দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, তথায় এরূপ কোন কার্য্যের সফলতার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটী তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত এবং তিনি কথনও কথনও বলিতেন যে, বাঙ্গালীরা রাজনীতিবিষয়ে ইংরেজ-প্রতিযোগী, অথচ তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে; ইহা আপাতবিরুদ্ধ হইলেও একটী সত্য ঘটনা।

১৫ই জুন। বুধবার অপরাহ্ণে আমরা মরী পৌছিয়াছিলাম। ১৮ই জুন আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, সেদিনও এক শনিবার।

১৮ই জুন। আমাদের মধ্যে একজন পীড়িত ছিলেন এবং এই প্রথম দিনটীতে আমরা অল্পদূর মাত্র গিয়া সীমান্তের অপর পারের প্রথম ডাকবাঙ্গলা ডুলাইএ বিশ্রাম করিলাম। একটী ধূলিকীর্ণ, আতপতাপে শুষ্ক পুল পার হইয়া যখন আমরা ইংরেজাধিকৃত ভারত পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম, সে এক অপূর্ব্ব ক্ষণ। এই সীমারেখার অর্থ ঠিক কতটুকু বা কতখানি, তাহা আমাদের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে অধিক দিন বিলম্ব নাই।

আমরা এখন বিতস্তা নদীর উপত্যকায়। কোহালা হইতে বারামুল্লা পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা আমাদের এক সরু এঁকাবেঁকা গিরি-সঙ্কট দিয়া যাইতে হইবে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে একদম খাড়া পাহাড়। এই ডুলাইএ স্রোতের বেগ অতি ভীষণ এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলসংঘর্ষে মসৃণ পাথর একত্র করিয়া এক বিরাট স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছে।

অপরাহ্ণের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্য ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল। কারণ স্বামিজী গম্ভীর ও বিশদভাবে ইহার আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন এবং উহাতে যেসকল কুরীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি স্বীয় চিরশত্রুতার কথাও উল্লেখ করিলেন।

যিনি কোন লোকের আশাভঙ্গ করিতে পারিতেন না, সেই

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকলকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ঠাকুর বলিতেন—হাঁ, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীরই একটা পাইখানার দুয়ারও ত আছে!" এই বলিয়া স্বামিজী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই যেসকল সম্প্রদায়ে কদাচারের ভিতর দিয়া ধর্ম্মলাভের চেষ্টা করা হয়, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত। এই সত্যোদ্ঘাটন ভীষণ হইলেও আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল এবং ইহা যথাস্থানে এই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইল যেন কেহ একথা না বলিতে পারেন যে, স্বামিজী তাঁহার স্বদেশবাসিগণের শ্রেণীবিশেষের বা তাহাদের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে যেসকল অতি অপ্রিয় কথা বলা যাইতে পারে, সেগুলিকে তাঁহার সরলবিশ্বাসী ভক্তগণের নিকট লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

আমরা স্বামিজীর সহিত পালা করিয়া টঙ্গায় যাইবার ব্যবস্থা করিলাম এবং এই পরবর্ত্তী দিনটী যেন অতীত স্মৃতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল।

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে—একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন এবং প্রেমই যে পাপের একমাত্র ঔষধ তাহাও বলিলেন। তাঁহার একজন স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বড় হইয়া ধনশালী হইলেন কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যভগ্ন হইল। রোগটার ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না; উহা দিন দিন তাঁহার সামর্থ্য ও জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিল এবং চিকিৎসকগণের নৈপুণ্য ইহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। অবশেষে 'স্বামিজী চিরকাল ধর্ম্মাভ্যাসী' ইহা

জ্ঞাত থাকায় এবং মানুষ অন্য সব উপায় বিফল হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় লয় বলিয়া তিনি স্বামিজীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলেন। আচার্য্যদেব তথায় পৌঁছিলে একটী কৌতুককর ঘটনা ঘটিল।

"যিনি ব্রহ্মকে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে পরাজয় করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরাজয় করেন এবং যিনি লোকসকলকে আপনা হইতে অন্যত্র ভাবেন, লোকসকল তাঁহাকে পরাজয় করেন।" এই শ্রুতিবাক্য * তাঁহার মনে পড়িল এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে স্বামিজী বলিলেন, "সুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের মত কথা কহি না, বা রাগিয়া কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে, প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করা আদৌ আমার হৃদ্গত ভাব নহে। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, শুধু এইটুকু আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে।"

সম্ভবতঃ সেই দিনই (অথবা পূর্ব্বদিনও হইতে পারে) তিনি শ্রীমহাদেব-প্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাঁহার জননী পুত্রের দুষ্টামি দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, "এত জপ, এত উপবাসের ফলে শিব কিনা একটী পুণ্যাত্মার পরিবর্ত্তে তোকে—ভূতকে পাঠাইলেন!" অবশেষে তিনি যে সত্য সত্যই শিবের একটী ভূত, এই ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তাঁহার মনে

* "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৭

হইল যেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্য শিবলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হইবে তথায় ফিরিয়া যাওয়া। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রথম আচার-মর্য্যাদালঙ্ঘন পাঁচ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ডান হাত এঁটো-মাখা থাকিলে বাঁ হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছন্নতার কাজ হইবে না, এই মর্ম্মে তাঁহার মাতার সহিত এক তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুষ্টামি অথবা এবংবিধ অপর সব দুষ্টামির জন্য জননীর অমোঘ ঔষধ ছিল—বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার মস্তকে শীতল জলধারা পড়িতে থাকিলে 'শিব! শিব!' উচ্চারণ করা। স্বামিজী বলিলেন যে এই উপায়টী কখনও বিফল হইত না। মাতার জপ তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাসনের কথা মনে পড়াইয়া দিত এবং তিনি মনে মনে "না, না, এবার আর নয়!" বলিয়া পুনর্ব্বার শান্ত এবং বাধ্য হইতেন।

মহাদেবের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভালবাসা ছিল এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা তাহাদের নূতন নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে শুধু মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে 'শিব! শিব!' বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্য্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্ত্তি দ্বারা ওতপ্রোত, যে ধ্যান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে এবং তিনি বলিলেন যে, এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মস্তকে এবং সমতল প্রদেশে

অবতরণের পূর্ব্বে শিবের জটার মধ্যে সুরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়া পর্ব্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে, ইহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন যে, ইহা সেই অনাদি অনন্ত 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, সুন্দর এবং মৌন। আর আমি তাঁহার পূজক বলিয়া শ্লাঘ্য।"

আর একবার তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধেরই আদর্শস্বরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "এই জন্যই যদিও মাতার স্নেহ কতকাংশে এতদপেক্ষা মহত্তর, তথাপি পৃথিবীশুদ্ধ লোক স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। আর কোন প্রেমেই এরূপ মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইবার অপূর্ব্ব শক্তি নাই। প্রেমাস্পদকে যেমনটী কল্পনা করা যায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটীই হইয়া উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।"

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল এবং স্বামিজী বিদেশপ্রত্যাগত পান্থ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার স্বদেশবাসী নরনারীগণকে স্বাগত করে তাহার উল্লেখ করিলেন। মানুষ সারা জীবন ধরিয়া অজ্ঞাতসারে এরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আসে যে, সে স্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে ভাবের ক্ষীণতম লহরটী পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারে।

পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাদচারী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দেখিয়া

স্বামিজী কঠোর তপস্যাকে 'বর্ব্বরতা' বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের এই এক বিশেষত্ব যে, শুধু ধর্ম্মজীবনই সম্পূর্ণরূপে নিজ অবস্থাসম্বন্ধে সচেতন এবং উহাই সর্ব্বাঙ্গীন স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়াছে। এই লোকগুলি সম্ভবতঃ যতটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেছিলেন, ঠিক ততটুকু কষ্টই অন্যান্য দেশে লোকে ব্যবসায়ে বা কারবারে, এমন কি খেলাতেও উন্নতিলাভকল্পে স্বীকার করিবে। কিন্তু যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কষ্টকর স্মৃতি-পরম্পরার উদয় হইল এবং মানব-সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্ম্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে আবার ঐ ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এই 'বর্ব্বরতা' না থাকিলে যে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল।

সেদিন রাত্রে আমরা উরীর ডাক-বাঙ্গলায় অবস্থান করা স্থির করিলাম এবং গোধূলির সময় সকলে ক্ষেত ও বাজার বেড়াইয়া আসিলাম। আহা! কি সুন্দর স্থানটী! চলিবার রাস্তার উপরেই একটী ক্ষুদ্র মাটির কেল্লা—ঠিক ইউরোপীয় ফিউড্যাল * ছাঁচের —এবং অব্যবহিত পরেই উন্মুক্ত আকাশতলে ক্রমোচ্চভাবে সাজান ক্ষেত ও পাহাড়ের শ্রেণী। নদীর উপরে রাস্তার গায়েই বাজারখানি এবং আমরা যে পথ দিয়া ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া

* Feudal—মধ্যযুগে লোকে জমিদারদের নিকট হইতে 'যুদ্ধকালে সৈন্য-সাহায্য করিব' এই সর্ত্তে জমি ইজারা লইত, তৎসম্বন্ধীয়।

আসিলাম, সেটী মাঠের উপর দিয়া কতকগুলি কুটীর পার হইয়া চলিয়াছে—কুটীরসংলগ্ন উদ্যানে বিস্তর গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাদের আসিবার সময় এখানে-সেখানে অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশী সাহসী এক-আধটী শিশু আমাদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতূহলে মেলামেশা করিয়াছিল।

২০শে জুন। পরদিন গিরিসঙ্কটের সবচেয়ে সুন্দর অংশটীর মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গির্জ্জার আকারবিশিষ্ট পাহাড়গুলি ও একটী প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা বারামুল্লায় পৌঁছিলাম। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর-উপত্যকা এককালে একটী হ্রদ ছিল এবং এই স্থানটীতে ভগবান বরাহ স্বীয় দন্তাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া দিয়া বিতস্তা নদীকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিয়া দেন। পুরাণাকারে আর একটী ভৌগোলিক তথ্য ইহাতে নিহিত অথবা ইহা ইতিহাস জন্মিবার পূর্ব্বেকার ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর উপত্যকা

ব্যক্তিগণ: স্বামী বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী; ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

সময়: ২০শে হইতে ২২শে জুন পর্যন্ত।

স্থান: বিতস্তা নদী—বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত।

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়!"—অতি উল্লাসের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজী আমাদের ডাকবাঙ্গলার কামরাটিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ছাতাটী জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন সঙ্গী না লইয়া আসায় তাঁহাকে স্বয়ংই পুরুষমানুষের অনুষ্ঠেয় সাধারণ ছোট-খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে হইতেছিল এবং তিনি ডোঙ্গা-ভাড়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই তাঁহার হঠাৎ একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামিজীর নামশ্রবণে কাজের সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন। সুতরাং দিনটী আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাবারে তৈরী কাশ্মীরী চা পান করিলাম এবং ঐ দেশের মোরব্বা ভক্ষণ করিলাম। পরে প্রায় চারিটার সময় আমরা তিন-ডোঙ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আর বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটীতে আমরা স্বামিজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিলাম এবং সেখানে

শিশুগণের সহিত খেলা করিলাম, ফর্‌গেট্‌-মি-নট্‌ ফুল তুলিলাম এবং সবে ফসল-কাটা ক্ষেতগুলিতে একদল কৃষক কোনও সময়োচিত আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে গান করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। স্বামিজী প্রায় এগারটার সময় অন্ধকারে নিজ নৌকায় ফিরিবার পথে আমাদের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে মুদ্রা-প্রচলনের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ঘোর তর্কের শেষাংশটী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

পরদিন আমরা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহাই কাশ্মীর উপত্যকা নামে পরিচিত; কিন্তু হয়ত শ্রীনগর উপত্যকা বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। ইসলামাবাদ নগরের নিজের একটী উপত্যকা আছে সেটী নদীর আরও উপরিভাগে এবং তথায় পৌছিতে আমাদিগকে পর্ব্বতগুলির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। উপরে সুনীল গগন, আর যে জলপথ বাহিয়া যাইতেছিলাম তাহাও নীল। সে পথে মাঝে মাঝে হরিদ্বর্ণ-পত্রসমন্বিত মৃণালের বড় বড় দল, হেথা-সেথা দু-একটী কোকনদ এবং উভয় তীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত—আসিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কৃষকগণ ফসল কাটিতেছে, দেখিলাম। সমস্ত দৃশ্যটীতে নীল হরিৎ এবং শ্বেতের অপরূপ নিখুঁত সমন্বয়ে কি এমন একটা খোল্‌তাই হইয়াছিল যে, ক্ষণকালের জন্য ইহার সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে যাইয়া হৃদয় একরূপ করুণ-রসে আপ্লুত হইল।

সেই প্রথম প্রভাতটীতে ক্ষেতের উপর দিয়া লম্বা একচোট

ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী প্রকাণ্ড চেনার গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য সত্যই দেখিলাম, যেন এই গাছের কোটরে প্রবাদোক্ত বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে! স্বামিজী কিরূপে ইহাকে এক সাধু-নিবাসের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এই সজীব বৃক্ষটীর কোটরে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইতে পারিত; তৎপরে তিনি ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন; ফলে দাঁড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই ঐ কথার স্মৃতি উহাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দিবে!

তাঁহার সহিত আমরা নিকটস্থ গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখিলাম, তরুতলে বসিয়া এক পরম সুশ্রী বর্ষীয়সী রমণী। তাঁহার মস্তকে কাশ্মীরী-স্ত্রী-সুলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুণ্ঠন। তিনি বসিয়া পশম হইতে সূতা কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার চারি পাশে তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং তাঁহাদের ছেলেপিলেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। স্বামিজী পূর্ব্ব শরৎ-ঋতুতে আর একবার এই গোলা-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন এবং তদবধি এই স্ত্রীলোকটীর স্বধর্ম্মে আস্থা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। সেবার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন এবং উক্তা স্ত্রীলোকটীও তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তৎপরে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী ?" সগৌরবে জয়োল্লাসিত উচ্চ কণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী!" এক্ষণে এই মুসলমান

পরিবার সকলে মিলিয়া স্বামিজীকে পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি যে বন্ধুগণকে সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতিও সর্ব্ববিধ সৌজন্য-প্রকাশে রত হইলেন। শ্রীনগর পৌছিতে দুই-তিন দিন লাগিয়াছিল এবং একদিন সন্ধ্যাকালে আহারের পূর্ব্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে একজন (তিনি কালীঘাট দর্শন করিয়াছিলেন) আচার্য্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, সেখানকার ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল এবং বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিমার সম্মুখে তাহারা ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন ?" স্বামিজী একটা তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া (তাঁহার মতে ইংলণ্ডের dill নামক শস্যের উহা হইতেই উৎপত্তি) তিল আর্য্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ, এই কথা বলিতেছিলেন ! কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটীকে ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই পর্ব্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, একই কথা নয় কি ?"

আচার্য্যদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, গ্রীষ্মাবসানের পূর্ব্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা দিবেন। আমাদের চিঠিপত্র বহু দিন ধরিয়া জমিতেছিল ; সেগুলি আনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এক্ষণে শ্রীনগর যাইতে হইবে এবং অবকাশটী কিরূপে কাটাইতে হইবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল। নির্দ্ধারিত হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটী দেখিব এবং তৎপরে নির্জ্জনবাস করিব।

শ্রীনগরের প্রথম রজনীতে আমরা কতিপয় বাঙ্গালী রাজকর্ম্ম-

চারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য অভ্যাগতগণের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কতকগুলি আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশস্বরূপ; উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত। আমরা এই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম যে, উপস্থিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা ত স্পষ্টই একটী বন্ধন এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্মক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভাবটীর প্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে স্বামিজী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে যদি কোন চূড়ান্ত শ্রেণীভাগসূত্র থাকে ত উহা আধ্যাত্মিক; আধিভৌতিক বা ভৌগোলিক নহে। প্রণালী হিসাবে এই ভাবগত সাদৃশ্যগ্রহণকে একদেশবর্ত্তিতামূলক সাদৃশ্যগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী করা যায়।" এবং তৎপরে তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত দুই জনের কথার উল্লেখ করিলেন; তন্মধ্যে একজনকে তিনি জীবনে যত ঈশাহী দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বরাবর মনে করিতেন অথচ তিনি একজন বঙ্গরমণী এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাত্ত্যে; কিন্তু তিনি বলিতেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার (স্বামিজীর) অপেক্ষাও ভাল হিন্দু। সব দিক ভাবিয়া দেখিলে, এ অবস্থায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ছিল না কি যে, উভয়েই প্রত্যেকে পরস্পরের দেশে জন্মিয়া নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব প্রসার বিধান করেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীনগর-বাস

স্থান : শ্রীনগর।

সময় : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্যান্ত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের নিকট দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা কহিতেন—কখনও কাশ্মীর যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মযুগের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়ত বা কনিষ্কের সময়ে শ্রীনগরের অবস্থা—এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত।

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, "আসল কথা এই যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অশোকের সময়ে এমন একটী মহদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্য জগৎ সবেমাত্র আজকালই উপযুক্ত হইয়াছে!" তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা কহিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্ম্মবিষয়ক একচ্ছত্রত্ব বার বার ঈশাহী এবং মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্ম্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবী করিত এবং অবশেষে কিরূপে এই মহাসমন্বয় আজ স্বল্পকালমধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে—এই

সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি এক মহদদ্ভুত চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

আর একবার মধ্য-এসিয়োদ্ভব দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিজ অথবা চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে তাঁহাকে একজন নীচ, পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে তোমরা শুনিয়া থাক, কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই মহামনাগণ কখনও কেবলই ধনলোলুপ বা নীচ হন না। তিনি একরকম অখণ্ডভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিয়াছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়ত একই জীবাত্মা তিনটী পৃথক্ দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল!" এবং তৎপরে যে একমাত্র অবতার-আত্মা ঐশী শক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া জীবের ব্রহ্মৈক্যসংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মজগতে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারই সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে 'প্রবুদ্ধ-ভারত' মান্দ্রাজ হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম।

স্বামিজী এই কাগজখানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদত্ত সুন্দর নামটীই তাহার পরিচয়। তাঁহার নিজের কয়েকখানি মুখপত্র থাকে, এইজন্য তিনি সদাই উৎসুক ছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে মাসিক পত্রের কি মূল্য, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের উপদেশাবলী বক্তৃতা ও লোকহিতকর কার্য্যের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও প্রচার করা আবশ্যক। সুতরাং দিনের পর দিন তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কার্য্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতেন, তাঁহার কাগজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। প্রতিদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোন্মুখ প্রথম সংখ্যাখানির উদ্দেশ্যে কথা পাড়িতেন; একদিন বৈকালে আমরা সকলে বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এরূপ দাঁড়াইল:

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি

জাগো আরো একবার!
　মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
　জাগরণে পুন সঞ্চারিতে
　নবীন জীবন, আরো উচ্চ
　লক্ষ্যধ্যানতরে প্রদানিতে
　বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।
　হে সত্য! তোমার তরে হের
　প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
　—তব মৃত্যু নাহি কদাচন!
হও পুন অগ্রসর,
　তব সেই ধীর পদক্ষেপে
　নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
　নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
　দীনহীন ধূলিকণিকার;
　শক্তিমান, তবু মতিস্থির
　আনন্দমগন, মুক্ত, বীর;
　হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণী!
　ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী!
লুপ্ত সে জনমগৃহ,
　যথা বহু স্নেহসিক্ত হিয়া
　পালিলা শৈশবে, হর্ষভরে
　নিরখিলা যৌবন-উন্মেষে;

কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে
অমোঘ প্রভাব—সৃষ্ট যাহা
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে
যথা স্থান উদ্ভব-কারণ
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ।
উরহ আবার তবে,
সেই তব জন্মস্থান হতে,
হিমস্তূপ অভ্রকটিহার
আশিসিবে যেথায় সতত,
—শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অসাধ্যসাধনে ;
যেথা সুরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমরগীতিসুরে ;
দেবদারুছায়া বিধানিবে
নিত্যশান্তি যেথা তব শিরে।
সর্ব্বোপরি, যিনি উমা
শান্তপূতা হিমগিরিসুতা—
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
জননী যে সর্ব্বভূতে স্থিতা,
কার্য্য যাহা সবি কার্য্য যাঁর,
এক ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত,
কৃপা যাঁর সত্যের দুয়ার
খুলি এক বাহুতে দেখায়,
দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাঁহার
অসীম সে প্রেমপারাবার।
আশিসিবে তোমা তাঁরা
পরমর্ষি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ কোন কাল নারে
শুধু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনয়িতৃগণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে
একইরূপ করি অনুভব
নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে
ভালমন্দ যেমন ভাষায়,
তুমি দাস তাহাদের, তায়
লভিয়াছ রহস্য সে মূল
—বস্তু এক, ইথে নাহি ভুল।
হে প্রেম! কহ সে তব
শান্তস্নিগ্ধ বাণী, মায়াসৃষ্টি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শূন্যেতে মিলায়,
অবশেষে সত্য নিরমল
'স্বে মহিম্নি' বিরাজে কেবল।
কহ আর বিশ্বজনে—

উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর !
স্বপনরচনা শুধু ভবে—
কর্ম্ম হেথা গাঁথে মালা যার
নাহি সূত্র, বৃন্তমূলহীন
ভাল-মন্দ পুষ্প ভাবনার,
জন্ম লভে গর্ভে অসতের,
—সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায়
আদিতে যে শূন্য ছিল তায় !
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যগ্রাহী সত্যের আশ্রয়ে,
মিশি সত্যে যাও এক হয়ে,
মিথ্যা কর্ম্মস্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিম্বা থাকে স্বপ্নলীলা যদি
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক্ স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক্ প্রেম নিরবধি।

২৬শে জুন। আচার্য্যদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোন ঈশাহী বা মুসলমান তথায় পদার্পণ করে নাই এবং আমরা ইহার দর্শনলাভে যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত ; কারণ ভগবান যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পরে এই নামটীই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া উঠিবে। এই সম্পর্কে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের মুসলমান মাঝিগণ আমাদিগকে জুতা পায়ে দিয়া নামিতে দিল না—কাশ্মীরের মুসলমানধর্ম্ম এত হিন্দু-ভাব-বহুল ! ইহার আবার চল্লিশ জন 'ঋষি' আছেন এবং উপবাসী হইয়া তাঁহাদের মন্দিরদর্শন করিতে হয়।

২৯শে জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আড়ম্বরে দুই-তিন সহস্র ফিট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে খুব

ভারী ভারী উপকরণে গঠিত তক্ত-ই-সুলেমান নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। তথায় শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছিল এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি নিম্নে চতুষ্পার্শ্বে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির এবং স্মৃতিসৌধাদির নির্ম্মাণোপযোগী স্থাননির্ব্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয়টীর অনুকূলে স্বামিজী যে তর্ক করিতেন, তক্ত-ই-সুলেমান তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তিনি যেমন একবার লণ্ডনে বলিয়াছিলেন যে, ঋষিগণ চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটীর পর একটী করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং মুখ্য মুখ্য স্থানগুলি পূজামন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না যে, সেখান হইতে সমস্ত উপত্যকাটী দৃষ্টিগোচর হয় এমন একটী পাহাড়ের শিরোদেশে উক্ত ক্ষুদ্র তক্ত অবস্থিত থাকিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিল।

সেই সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর খণ্ডস্মৃতি মনে পড়িতেছে, যথা—

"তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সব্ সে মিলিয়া ধায়।
ন জানে কৌন্ ভেক্‌সে
নারায়ণ মিল্ যায়॥"

—তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। কে জানে, কোন্ রূপে নারায়ণ দেখা দেন!

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

—একমাত্র দেব সর্ব্বভূতে লুকাইয়া আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মনিয়ামক, সর্ব্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্যবিধায়ক, নিঃসঙ্গ এবং গুণরহিত।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং"—সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র-তারকাও নহে।

কিরূপে একজন রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, আমরা সে গল্প শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কি একথা ভাবি নাই? কিন্তু কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান। সুতরাং যখন আমি তাঁহার ধ্যান করি, তখন ব্রহ্মপদও খড়কুটা হইয়া যায়; তখন পর-স্ত্রীর কথা কিরূপে ভাবিব?"—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ?"

পরে স্বামিজী মন্তব্যস্বরূপে বলিলেন, "সুতরাং দেখ, অত্যন্ত সাধারণ বা অপরাধী জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়া যায়।" পরদোষ-সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপই বরাবর হইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং কখনও কোনও ঘোর দুষ্কার্য্যের বা দুষ্ট লোকের খারাপ ভাগটা লইয়া টানাটানি করিতেন না।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

—যাহা সর্ব্বলোকের নিকট রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত

থাকেন ; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট রাত্রি (নিদ্রা)-স্বরূপ।

একদিন টমাস-আ-কেম্পিসের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা এবং 'ঈশানুসরণ' মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা বলিতে বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্ত্য সন্ন্যাসিবরের নামের সহিত দুশ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটী কথা তাঁহার মনে পড়িল :

"ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর ! হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থাম ! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরে অন্তরে কথা কও।"

আবার আবৃত্তি করিতেন—

"তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥" —কুমারসম্ভব

—কঠোর দেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়, আজ তোমার এই সুকোমল দেহই বা কোথায় ? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে পারে, কিন্তু পক্ষীর ভার কদাচ সহ্য করিতে পারে না। —(অতএব উমা, মা আমার, তুমি তপস্যায় যাইও না)

এবং গাহিতেন—

"এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা পরাণপুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো,
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী।"

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীতা সম্বন্ধে ("সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে

দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষত্বের এতটুকু চিহ্নমাত্র নাই!") দীর্ঘ কথোপকথন হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে, স্ত্রীগণের এবং শূদ্রের জ্ঞানচর্চ্চায় অধিকার নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় নিহিত। বাস্তবিকই গীতা ব্যতীত তাহাদিগকে বুঝা একপ্রকার অসম্ভব এবং স্ত্রীগণ ও সকল জাতিই মহাভারত-পাঠে অধিকারী ছিল।

৪ঠা জুলাই। অতি উল্লাসের সহিত গোপনে স্বামিজী এবং তাঁহার এক শিষ্যা (শিষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকা-বাসী নহেন) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটী উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই এবং থাকিলে তদ্দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা যাইতে পারিত, এই বলিয়া একজন দুঃখ করিতেছেন —ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। ৩রা তারিখ অপরাহ্নে তিনি মহা ব্যস্ততার সহিত এক কাশ্মীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটী কিরূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি (Stars and Stripes) অত্যন্ত আনাড়ীর মত একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা evergreen গাছের (চিরশ্যামল) কয়েকটী শাখার সহিত ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতালাভের দিবসে

(Independence Day) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার জন্য নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামিজী এই ক্ষুদ্র উৎসববাটীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর এক জায়গায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন এবং তিনি অন্যান্য অভিভাষণের সহিত নিজে একটী কবিতা উপহার দিলেন। সেগুলি এক্ষণে স্বাগতস্বরূপে সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইল :

"৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি

"ঐ দেখ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি অন্তর্হিত হইতেছে, রজনীতে পুঞ্জীকৃত হইয়া তাঁহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল! তোমার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে জগৎ জাগরিত হইতেছে। বিহঙ্গগণ সমস্বরে গান করিতেছে, কুসুমনিচয় তাহাদের শিশির-খচিত তারকাপ্রতিম মুকুটগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শতসহস্র কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে অভিনন্দন করিতেছে।

"হে ত্বিষাম্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নূতন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনতা বিকিরণ করিতেছ। ভাবিয়া দেখ, জগৎ কিরূপে তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল, কত দেশদেশান্তর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তোমার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে?—কেহ কেহ বা গৃহ পরিজন ছাড়িয়া ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদক্ষেপে জীবন-মরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অন্বেষণে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে!

"তার পর এক শুভ দিনে সেই শুভ কর্ম্মের ফল ফলিল এবং উপাসনা, প্রেম ও ত্যাগব্রত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া উদ্‌যাপিত এবং গৃহীত হইল। আর, তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া মানবজাতির উপর স্বাধীনতালোক বিকিরণ করিবার জন্য উদিত হইলে!

"চল, প্রভো, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক, যতদিন না তোমার মধ্যাহ্ন-কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, যতদিন না প্রতি দেশ তোমার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যতদিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচিত দেখিতে পায় এবং সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা নবজীবনেরই সঞ্চার!"

৫ই জুলাই। সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন পাশ্চাত্ত্যসমাজে প্রচলিত মেয়েলিশাস্ত্রানুযায়ী পরিহাসচ্ছলে কবে তাঁহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্য নিজ থালায় কয়টী চেরী ফলের বীচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া দেখেন। স্বামিজী ইহাতে দুঃখিত হন। কি জানি কেন, স্বামিজী এই খেলাটীকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম আদর্শ-ত্যাগের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ উথলিয়া পড়িতেছে।

৬ই জুলাই। অপরাধীর সহিত যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার যে সহৃদয় বাসনা তাঁহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই সব গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয়!" কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করে, তাহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর

দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জনক হওয়া কি এত সোজা ?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে বসা ? ধনের বা যশের অথবা স্ত্রী-পুত্রের জন্ম কোন খেয়াল না রাখা ?—পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, তাহারা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম—এইরূপ সব মহাপুরুষ ত ভারতবর্ষে জন্মান না!"

এবং তৎপরে তিনি অন্য দিকটীর কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রোতৃগণের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন, "একথা মনে মনে বলিতে এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভুলিও না যে,

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

—মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, প্রচণ্ড সূর্য্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, অনন্ত সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।"

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"—পৃথিবীতে সকল বস্তুতেই ভয় আছে, শুধু মানবের বৈরাগ্যই ভয়রহিত।

"ভণ্ড সাধুরাও ধন্য এবং যাহারা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে তাহারাও ধন্য; কারণ তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার কারণ।"

"আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ না ভুলি—কোন মতেই না ভুলি।"

এই সব মুহূর্ত্তে তিনি প্রতিপাদ্য ভাবটীর সহিত সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যাইতেন এবং যে অর্থে একটী প্রাকৃতিক নিয়মকে নিষ্ঠুর অথবা বলদৃপ্ত ভাবা যাইতে পারে, সেই অর্থে তাঁহার ব্যাখ্যাকেও যেন ঐরূপ গুণসংযুক্ত বলিয়া ভাবা যাইতে পারিত। বসিয়া শুনিতে শুনিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প ভাব যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতাম।

এই সব কথাবার্ত্তা যখন হয় তখন আমরা ডালহ্রদ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ডালহ্রদ দর্শনই আমাদের ৪ঠা জুলাইয়ের উৎসবের প্রকৃত আনন্দ-অনুষ্ঠান। সেখানে আমরা নুরমহলের শালিমার বাগ এবং নিশাৎ বাগ অর্থাৎ আনন্দ-উদ্যান দেখিয়াছিলাম এবং বিপুলকায় চেনার গাছগুলির নীচে আইরিস্ (Iris)-সমূহের শ্যামল শোভার মধ্যে শান্তভাবে সূর্য্যাস্তের সময়টী অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

সেই দিনই (৬ই জুলাই) ধীরামাতা এবং জয়া কোন ব্যক্তিগত কার্য্য উপলক্ষে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন এবং স্বামিজীও পথের কিয়দংশ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন।

পরবর্ত্তী রবিবার, ১০ই জুলাই রাত্রি নয়টার সময় প্রথমোক্ত দুইজন হঠাৎ ফিরিয়া আসিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিভিন্ন সূত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, আচার্য্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন এবং অপর একটী পথ দিয়া ফিরিবেন। তিনি কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত

দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ হয় নাই।

ইহার দু-এক দিন পরে একটী অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ শিষ্যত্বগ্রহণোৎসুক এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বামিজীর নিকট যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম যে তিনি যে নিঃসঙ্গত্বের উদ্দেশ্যে গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ঘোর ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে এবং তাহা কোন ক্রমেই হইতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু লোকটী কিছুতেই না ছাড়ায়, আমাদিগকে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে হইল। আমাদের জীবনস্রোতও দুই-এক দিনের জন্য পুরাতন খাতেই বহিতে লাগিল।

১৫ই জুলাই। আমরা কি উদ্দেশ্যে আজ বাহির হইতে-ছিলাম? শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমরা নদীর অনুকূল স্রোতে কিয়দ্দূর যাইবার জন্য সবেমাত্র নৌকা খুলিয়াছিলাম, এমন সময় ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামিজীর নৌকা আমাদের অভিমুখে আসিতেছে।

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীষ্ম ঋতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তুষারবর্ত্ম (glacier) ধসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটী দুর্গম হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েক মাসে আমরা স্বামিজীর

যে তিনটী মহান্ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দাতিরেকের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার প্রথমটীর সূত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহার গুরুদেবের সেই উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিতেছিলাম—

"খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী মা-ই উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া। কিন্তু উহা ফিন্‌ফিনে কাগজের পর্দ্দার মত, নিমেষের মধ্যেই ছিঁড়িয়া ফেলা যায়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাণ্ড্রেন্থানের মন্দির

ব্যক্তিগণ : শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী, ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

সময় : ১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই পর্য্যন্ত।

স্থান : কাশ্মীর।

১৬ই জুলাই পর দিবস জনৈকা শিষ্যার স্বামিজীর সহিত একখানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গানগুলি একটির পর একটী করিয়া গাহিয়া চলিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। যেমন—

"ভূতলে আনিয়ে মাগো কর্লি আমায় লোহা-পেটা,
(আমি) তবু কালী ব'লে ডাকি মা সাবাস আমার বুকের পাটা।

অথবা, "মন কেন রে ভাবিস্ এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত।" ইত্যাদি।

এবং তারপর শিশু কুপিত হইলে যেমন গর্ব্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটী গান গাহিলেন। তাহার শেষ-ভাগটী এই—

"আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।"

১৭ই জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস, তিনি ধীরা-মাতার নৌকায় আসিয়া ভক্তি-প্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগৌরীমিলনস্বরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটী কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে তাহারা অপেক্ষাকৃত কিরূপ প্রাণহীন দেখাইতেছে। তা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য কি অপরূপ ছিল!—ছবিখানির মত শ্রীনগর, লম্বার্ডী-দেশসুলভ সমুন্নতশির পপ্‌লার গাছগুলি এবং দূরে চির-তুষাররাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায় মহান্ পর্ব্বত-রাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, তিনি আবৃত্তি করিলেন—

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

* * *

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ,
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ইত্যাদি

এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই রূপান্তরস্বরূপ অপর ভাবটী লইয়া তিনি আবৃত্তি করিলেন—

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায় ;
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে প্রেমতরঙ্গে প্রাণ মাতায়,
রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয়॥

তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল এবং অবশেষে "যখন এই সব ভক্তির প্রসঙ্গ চলিতেছে, তখন আর খাবারে কি দরকার ?"—এই বলিয়া তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক উঠিয়া যাইলেন এবং অতি সত্বরই ফিরিয়া আসিয়া সেই বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু হয় এই সময়েই, না হয় অপর কোনও সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্য্যের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার নিকট তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। কঠোর এবং আগ্রহবান্ কর্ম্মীর জনক শিব এবং কর্ম্মীর তাঁহারই পদে উৎসৃষ্ট হওয়া উচিত।

পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটী চমৎকার উপদেশ শুনাইলেন, তাহাতে অপরের গুণদোষদর্শিগণ মৌমাছি বা মাছির সহিত তুলিত হইয়াছে। যাহারা মধু অন্বেষণ করিয়া লয় তাহারাই মৌমাছি ; আর যাহারা বাছিয়া বাছিয়া ঘায়ে বসে তাহারাই মাছি।

তৎপরে আমরা ইস্‌লামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইহাই বাস্তবিক অমরনাথ-যাত্রা হইয়া দাঁড়াইল।

১৯শে জুলাই। প্রথম অপরাহ্ণটীতে বিতস্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমরা চির-অন্বেষিত পাণ্ড্রেন্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। (পাণ্ড্রেন্থান কি পাণ্ডু্‌স্থান——পাণ্ডবগণের স্থান)

মন্দিরটী গাঢ় ফেনায় ঢাকা এক পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উঠিয়াছে। ইহা ভারী ভারী ধূসর চূণাপাথরের নির্ম্মিত বহু প্রাচীন কালের একটি ক্ষুদ্র দেউল। ইহাতে একটী স্বল্পায়তন প্রকোষ্ঠ, তাহার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চারিদিকে চারিটী দুয়ার। বাহির হইতে দেখিতে ইহা চৌতারায় বসান চারিপার্শ্বে ফোকর-বিশিষ্ট একটী মাথাকাটা পিরামিডের মত সরু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরে আবার একটী ঝোপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্যে ত্রিপত্র ও ত্রিভুজাকার থিলান পরস্পর এবং সরলরেখা-বিশিষ্ট সরদালের সহিত এমন একভাবে মিশান ছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটী অদ্ভুত রকম দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই সকল বিভিন্ন নির্ম্মাণপদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্যটুকু অবশ্য-ম্ভাবী, তাহা ভারী ভারী নক্সার কাজে কতকটা ঢাকা পড়িয়াছিল।

বনমধ্যস্থ পুকুরটীর ধারে পৌঁছিবার পর সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরের কারুকার্য্যগুলি ভাল করিয়া দেখিবার কোন উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলাম। কয়েকখানি পথনির্দ্দেশক পুস্তকে সেগুলি নক্সা ও কারিগরী বিষয়ে 'পুরাদস্তর প্রাচীন সভ্য যুগের' অর্থাৎ যাবনিক ও রোমক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের হাজি অর্থাৎ মাঝিগণ একজন স্থানীয় লোককে লইয়া আসিল, সে আমাদিগকে একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার লইল। তখন আমাদের বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল। লোকটী ফেনার নীচ হইতে একখানা নৌকা টানিয়া উঠাইল এবং উহাতে একটী শিকল বাঁধিয়া নিজে প্রায় এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে এক এক করিয়া পুকুরটীর চারিধারে ঘুরাইয়া লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে আমরা অভিলাষানুযায়ী ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম।

স্বামিজী ব্যতীত আমাদের সকলেরই পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতেখড়ি। সুতরাং তাঁহার দেখা শেষ হইবার পর তিনি আমাদিগকে কিরূপে ভিতরটী দেখিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিলেন।

ছাদের ভিতর পিঠের মধ্যস্থলে একটী খোদিত বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি-বিশিষ্ট চক্র এক সমচতুষ্কোণের মধ্যে বসান আছে; তাহার চারিটী কোণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাদটীর চারি কোণে চারিটী সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে, সে গুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত সর্প-বেষ্টনাবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তিসকলের অল্প পল্ তোলা খোদাইয়ের কাজে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে খালি জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে, সেস্থানে এক সারি স্তূপ অঙ্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

বাহিরেও খোদাইএর কাজ ঠিক এই রকম করিয়া স্থানে স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটীতে—সম্ভবতঃ পূর্ব্ব দরজার উপরে যে খিলানটী তাহাতেই—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ

দিতেছেন, তাঁহার একটী হাত উর্দ্ধে উত্তোলিত—এই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিটী রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে থাম দুইটীর শিরোদেশ ব্যাপিয়া বৃক্ষতলে আসীনা এক রমণীমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটী অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অপর তিনটী দরজার খিলানে কোন নক্সা ছিল না, কিন্তু পুকুরপাড়ে যে চাবড়াখানি পড়িয়াছিল, সেখানে ইহাদেরই মধ্যে কোন একটী হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে অনিপুণভাবে অঙ্কিত এক রাজার মূর্ত্তি আছে; স্থানীয় লোক উহা সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটির গাঁথুনি চমৎকার এবং উহা যে এতদিন ধরিয়া টিকিয়া রহিয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ এই কারণেই। এক একখানি পাথরের চাঙ্গর এরূপভাবে কাটা হইয়াছে যে উহা দেওয়ালের এক একখানি ইষ্টকস্থানীয় না হইয়া মিস্ত্রী যে নক্সানুযায়ী গাঁথিবে স্থির করিয়াছে, তাহার এক একটি অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে। একটী কোণা ঘুরিয়া গিয়া উহা দুইটী (এবং কোথাও বা তিনটী) বিভিন্ন দেওয়ালের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি হইতেই মন্দিরটী যে অতি প্রাচীন, এমন কি হয়ত মার্ত্তণ্ডের মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীন, এইরূপ মনে হইল। মনে হইতেছিল, রাজের কাজ যত না হউক, যেন ছুতারের কাজ পাথরে সারাই মিস্ত্রীদের মাথায় ছিল। স্বামিজীর ধারণা হইয়াছিল যে, কোন পবিত্র কুণ্ডের স্মৃতিরক্ষার্থই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ সেই কুণ্ডের জলই ছাপাইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া ইহার চারি পাশের জলরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটী অতি মধুর পূর্ব্বকথার উদ্দীপনা করিয়া দিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি ইতঃপূর্ব্বে কাশ্মীরের ইতিহাসকে যে চারিটী ধর্ম্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি, (২) বৌদ্ধধর্ম্মের যুগ, (৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যুগ এবং (৪) মুসলমানধর্ম্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্য্যই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শিল্প এবং সূর্য্যচিহ্নিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব মামুলি কারুকার্য্যস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মূর্ত্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্য্যমূর্ত্তিটী নৈপুণ্য-বর্জ্জিত।

তার পর আমরা বনমধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটী ত্যাগ করিয়া আসিলাম। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে * যখন পৃথিবীতে বিরাট্ বিরাট্ ব্যাপার ঘটনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সুদূর অতীতে মানুষের পূজা করিবার মত ইহার অভ্যন্তরে কি ছিল? আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি নাই, শুধু অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। ইত্যবসরে তথায় একটী জিনিস ছিল, যাহার সম্মুখে আমরা প্রণত হইতে পারিয়াছিলাম—উহা শিক্ষাদানরত বুদ্ধ। আমরা একটী চিত্র মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে

* আমরা যে সময় পাণ্ড্রেস্থান দেখি তখন উহাকে কনিষ্কের সমসাময়িক (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। উহা বাস্তবিকই অত পুরাতন কিনা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। —লেখিকা

পারিয়াছিলাম—সেটী সেই বিশাল দারুময় নগর এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে এই মন্দিরটী। এই নগর বহু বহু বৎসর পরে অগ্নিসাৎ হয় এবং এখন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সরিয়া বসিয়াছে। সুতরাং একটী স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা করিয়া আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীতীরে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন সূর্য্যাস্তের সময়—কি অপরূপ সূর্য্যাস্ত! পশ্চিমদিকের পর্ব্বতগুলি গাঢ় লালরঙ্গে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আরও উত্তরে বরফ এবং মেঘে সেগুলি নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল—উজ্জল অগ্নিশিখার রঙ্গের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ; তাহার পিছনেই নীল এবং ওপ্যালের মত সাদা জমি (background)। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম এবং তৎপরেই 'সুলেমানের সিংহাসন' (যাহা ইতোমধ্যেই আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র তক্ত্) নজরে পড়িবামাত্র আচার্য্যদেব বলিয়া উঠিলেন, "মন্দিরস্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়! যেখানে চমৎকার দৃশ্য মিলে, সে সেই স্থানটীই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তক্ত্ হইতে সমস্ত কাশ্মীরটী দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্ব্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পড়িয়া একটী সিংহ অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটী উপত্যকা রহিয়াছে!"

আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদূরে নোঙ্গর করা হইয়াছিল এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদিগের সদ্য-আবিষ্কৃত নিস্তব্ধ দেবালয় এবং বুদ্ধমূর্ত্তিটী স্বামিজীর মনে গভীর ভাবের

উদ্রেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাতার বজরায় একত্র হইলাম এবং তত্রত্য কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ঈশাহী ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্য্যদেব এই মর্ম্মে বলিতেছিলেন কিন্তু আমাদের একজন এই মতটী আদৌ মানিতে চাহেন না।

উক্ত রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডই বা কোথা হইতে আসিল?"

স্বামিজী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে।" প্রশ্নকর্ত্রী পুনরায় বলিলেন, "অথবা, ইহা দক্ষিণ ইউরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সকলই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত?"

স্বামিজী উত্তর দিলেন, "না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি, জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু বলে নাই! অবশ্য, জাতিবিভাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই এবং বুদ্ধদেব আদর্শটীকে পুনঃস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।"

প্রতিপক্ষ তখনও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিন্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পূজাপদ্ধতির যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্ম্মে তাহার নামগন্ধও নাই!"

স্বামিজী বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও Mass আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগনিবেদন করা, আর তোমাদের Blessed Sacrament আমাদের প্রসাদস্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপদান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।"

প্রশ্নকর্ত্রী কতকটা একগুঁয়ের মত তর্ক করিলেন, "কিন্তু ঈশাহী ধর্ম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?" কেহ এই ভাবে আপত্তি তুলিলে স্বামিজী বরাবর তদুত্তরে কোন নিভীক আপাত-বিরুদ্ধ কিন্তু অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন এবং তাহার মধ্যে কোন অভিনব এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব সামান্যাবিষ্কার নিহিত থাকিত।

প্রশ্নটিকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, "না; আর ঈশাহী ধর্ম্মেও কোনকালে ছিল না। এ ত ছাঁকা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম এবং প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম মুসলমানের নিকট হইতে, সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

"পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরাণপাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম এই ভাবটিই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

"এমন কি, tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান্ দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে

মুসার যুগে প্রচলিত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, আমি এইরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত। বৌদ্ধযুগের প্রাক্‌কালীন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুই-ই বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি থিবেইড* হইতে পাইয়াছে।"

প্রশ্ন— এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে আর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?

উত্তর— হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। আমার ক্রীট দ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন † দেখা অবধি বরাবর এই সন্দেহ। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ

---

* ট্যাসিটস-প্রণীত থীব্‌স্-সম্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্‌স্ প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধই উক্ত গ্রন্থের বিষয়।

† ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত-প্রত্যাগমনের পথে নেপল্‌স্ হইতে পোর্ট সৈয়দ আসিবার সময় স্বামিজী স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "এই ক্রীট দ্বীপ" এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটী স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম্ম এই ছিল যে, ঈশাহী ধর্ম্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং এতৎসম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটী ইউরোপীয় শব্দ শুনাইল,—তাহাদের মধ্যে একটী থেরাপিউটী' (Therapeutæ)—এবং বলিল উভয়ই সংস্কৃতশব্দজ। থেরাপিউটী শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্রগণ (পিউটী, সংস্কৃত পুত্র-শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামিজী যেন বুঝিয়া লন যে, ঈশাহীধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এখানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে!"

৭

হয় এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহী-ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে।

"জানই ত যে, 'কার্য্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' (Acts and Epistles) 'জীবনীচতুষ্টয়' (Gospels) হইতে প্রাচীনতর এবং সেণ্ট জন্ একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই এবং তিনি নিজে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাতে বকধার্ম্মিকত্বেরও (Jesuitry) অসদ্ভাব ছিল না —'যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর'—এইরূপ নহে কি?

"না! ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবলমাত্র বুদ্ধ এবং মহম্মদই

নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্য স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া স্বামিজী শয্যাত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি, একজন কর্ম্মচারী তাঁহার পাহারা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়টা বাজিয়াছে?" উত্তর হইল, "রাত্রি দ্বিপ্রহর।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এখন কোথায়?" তখন বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে উত্তর শুনিলেন, ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দূরে।"

এই স্বপ্ন তাঁহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আচার্য্যদেব নিজেই নিজেকে হাস্যাস্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন নাই। শব্দদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টী যে হারাইয়া গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বামিজী স্বীকার করিলেন যে, এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে কখনও তাঁহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার খেওয়ালই হয় নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, ইহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামিজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর দেন, "যাঁহাদের মাথা হইতে এমন সব জিনিস বাহির হইয়াছে তাঁহারা যে তাহাই ছিলেন, এ কথা কি তোমার মনে হয় না?"—লেখিকা

স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান; কারণ, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই শত্রু-মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; যোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত ভূপাল—এই সব একত্র হইয়া গীতাহস্তে একখানি নয়নাভিরাম মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

"রেনাঁর ঈশাজীবনী ত শুধু ফেনা। ইহা ষ্ট্রসের কাছে ঘেঁসিতে পারে না, ষ্ট্রসই সাচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটি জিনিস জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপ-পার্শ্ববর্ত্তিনী সেই নারী।

"এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সুসঙ্গতি! একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাঁহার নিকট জল চাহিলেন। তার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

"মোটের উপর আমার মনে হয়, বুড়ো হিলেল ঠাকুরই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলির উদ্ভবকর্ত্তা, আর ন্থাজারীন নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্পজানিত) য়াহুদী সম্প্রদায় সহসা সেণ্ট পল কর্ত্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া যোগাইয়া দিয়াছে।

"পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিসটা ত বসন্ত-দাহ (Spring Cremation) প্রথারই রূপান্তরমাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহপ্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর সূর্য্যঘটিত নব উপাখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।

"কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটীবারও নিঃশ্বাস লয়েন নাই! সর্ব্বোপরি তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটী অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। আইস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।'

"তিনি পাপিনী অম্বপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তিনি অন্ত্যজের গৃহে, উহাতে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও, ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অতিথিসৎকারককে এই মহামুক্তি-দানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠান। সত্যলাভের পূর্ব্বেও একটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য ভালবাসা ও দয়ায় কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি রাজা শুধু যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেটিকে মুক্তি দেন, এবং কিরূপে সেই রাজা তাঁহার অনুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত ছাগশিশুকে প্রাণদান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহৃদয়তার এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাঁহার মত আর কেহ যে জন্মেন নাই, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই!"

নবম পরিচ্ছেদ

বিতস্তাতীরে পাদচারণা ও কথোপকথন

ব্যক্তিগণ : শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এবং কতিপয় ইউরোপীয় নরনারী, ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান : কাশ্মীর।

সময় : ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে হইতে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত।

২০শে জুলাই। পরদিন আমরা অবন্তীপুরের বৃহৎ মন্দিরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রতি ঘন্টায় যেমন আমরা একটু একটু করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম অমনি নদীটী এবং পর্ব্বতগুলিও অধিকতর সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষরাজি এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের (আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বজন বলিয়া বোধ করিতেছিলাম) অব্যবহিত আকর্ষণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমরা যে মধ্য এসিয়ার একটী নদীর উৎপত্তিস্থলের সমীপবর্ত্তী হইতেছি, তাহা মনেই পড়িত না। যাঁহারা যে কোনও ঋতুতে কাশ্মীর দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে কালিদাসের বসন্ত-কাননের চিত্র রাশি রাশি সুখস্মৃতি জাগাইয়া দেয়।—সেই বন্য চেরিমুকুলের এবং বাদাম ও আপেল গাছের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সেই অরণ্যানী—তাহারই এক দেবদারুমূলে ধূর্জ্জটী আসীন এবং গিরিরাজকুমারী উমা একগাছি পদ্মবীজের মালা অর্ঘ্যস্বরূপে হস্তে লইয়া প্রবেশ করিতেছেন; আর অদূরে কুসুমধনুঃশর লইয়া মনোহর কিশোর কন্দর্প দণ্ডায়মান। ইংলণ্ডের

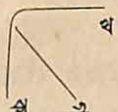
বসন্তের যে কিছু দেবদুর্লভ শোভা, অথবা Easterএর সময় নর্ম্যাণ্ডির অরণ্যের যে কিছু সৌন্দর্য্য, সবই কাশ্মীর উপত্যকার মাধুর্য্যে একত্রীভূত এবং বহুগুণে বৰ্দ্ধিত।

সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্ম্মল ছিল। আমাদের দুইজন স্বামিজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়া প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। স্বামিজী প্রথমে পাপবোধ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন—কিরূপে উহা মিসর, শেমবংশাধিষ্ঠিত জনপদসমূহ এবং আর্য্যভূমি এই তিনেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু উহা অতি অল্পক্ষণের জন্য। বেদে সয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর মার নামে পরিচিত, এবং ভগবান্ বুদ্ধের একটী সর্ব্বজনপ্রিয় নাম 'মারজিৎ'। (সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ দেখ—স্বামিজী উহা চারি বৎসর বয়সে আধ আধ ভাষায় আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন!) কিন্তু সয়তান যেমন বাইবেলের হ্যামলেট্, হিন্দুশাস্ত্রে ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরূপে সৃষ্টিকে দুই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্ব্বদাই পবিত্রতাভ্রংশের উদাহরণস্থল, কদাপি দ্বিত্বের নহে।

জরাতুষ্ট্র কোন প্রাচীনতম ধর্ম্মের সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মতে অর্ম্মাজ্‌দ্ এবং আহ্রিমান্ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই প্রাচীনতর ধর্ম্ম বৈদান্তিক না হইয়া যায় না। সুতরাং মিশরীয়গণ এবং শেমবংশধরগণ পাপবাদ ছাড়িতে চাহে না, আর আর্য্যগণ—যথা ভারতবাসী এবং যবনগণ—শীঘ্রই উহা হারাইয়া ফেলে। ভারতবর্ষে ন্যায়পরতা এবং পাপ, বিদ্যা

ও অবিদ্যায় পরিণত হইল—উভয়কেই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। আর্য্যগণের মধ্যে পারসিক এবং ইউরোপীয়গণ ধর্ম্মচিন্তাংশে শেষবংশধরগণের লক্ষণাক্রান্ত হইল; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ। *

তৎপরে এ সকল কথা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের—ভারতবর্ষ ও তাহার ভবিষ্যতের—প্রসঙ্গ উঠিল। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বলসঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে,



তাহাকে 'ক' বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন 'খ'? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্ত্তী এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন 'গ'। ইহা ত ক্ষেত্রতত্ত্বগত পরিবর্ত্তনমাত্র। এরূপ ত চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটিতেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন এবং ভারতও উহা শুনিল। তথাপি এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎপত্তিস্থল। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী

* যাঁহারা এই সকল কথা শুনিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন পরে দুইজন পার্শীকে সানন্দে স্বামিজীর পাদমূলে বসিয়া তাঁহার মুখে নিজ নিজ ধর্ম্মভাবসমূহের ইতিহাস শ্রবণ করিতে দেখেন। ইহাতে তিনি স্বামিজীর জ্ঞানের পরিসর ও যথাযথত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন।—নিবেদিতা

সকলের শেষে ভোজন করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, উহা জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমস্যাপূরণের অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, আর সমস্ত জাতি তাঁহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তৎপরে পুনরায় কথাবার্ত্তার ভাব বদলাইয়া গেল এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম। এমন সময়ে নৌকা আসিয়া পৌঁছিল এবং সে দিনের মত কথাবার্ত্তা শেষ হইল।

সে-দিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামিজী পীড়িত হইয়া নিজ নৌকায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন যখন আমরা বিজবেহার মন্দিরে অবতরণ করিলাম—ইতোমধ্যেই তথায় অমরনাথযাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—তখন তিনি আমাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 'শীঘ্র সারিয়া উঠা এবং শীঘ্র অসুখে পড়া'—চিরকালই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, একথা তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন এবং অপরাহ্ণে আমরা ইস্‌লামবাদ পৌঁছিলাম।

একটি আপেল-বাগানের ধারে নৌকাগুলি লাগান হইল। জলের কিনারা পর্য্যন্ত ঘাস জন্মিয়াছে, আর ময়দানের উপর আপেল, নাসপাতি এবং আলুবোখারা গাছ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সব গাছ হিন্দুরাজগণ প্রতি গ্রামের বহির্দ্দেশে রোপণ করা আবশ্যক মনে করিতেন। আমাদের মনে

হইল যে, বসন্তকালে এই স্থলটা নিশ্চয়ই আভিলিয়নের সেই দ্বীপ-উপত্যকারই প্রতিরূপ হইবে—"যেথানে শিলা, বৃষ্টি বা তুষারপাত হয় না, বায়ুও কদাপি সশব্দে প্রবাহিত হয় না, তথায় দুঃখ নাই, উহাতে গভীর ক্ষেত্র, রমণীয় ফলোদ্যান এবং শূন্যগর্ভ নিকুঞ্জসমূহ বর্ত্তমান এবং উহা নিদাঘসাগরকিরীটী।"*

আমাদের মধ্যে দুইজন যে বজরাথানিতে থাকিতেন, তাহাকে অতদূর লইয়া যাইতে না পারায় উহা নদীর এক অতি গভীর এবং খরস্রোত অংশে দুই উচ্চ বেড়ার মধ্যে আসিয়া থামিল। উভয় পার্শ্বে নবীন ধান্যের অপরূপ হরিৎশোভা দেখিতে দেখিতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পপ্‌লার-বীথীর মধ্য দিয়া পাদ-চারণা কি মনোরম বোধ হইতেছিল!

সেই দিন বৈকালে গোধূলির সময় একজন আপেল গাছগুলির তলায় উপবিষ্ট ক্ষুদ্র দলটার মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, যাহা ক্বচিৎ কথনও ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঘটিয়াছে—আচার্য্যদেব ধীরা মাতা ও জয়ার সহিত নিজের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি দুই টুক্‌রা পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, "সুস্থাবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সঙ্কল্পের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সাম্‌না-সাম্‌নি হই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই"—বলিয়া পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—"কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ

* টেনিসনের Morte d' Arthur নামক কবিতা হইতে।

করিয়াছি।” এই চিত্তস্থৈর্য্য-প্রসঙ্গে স্বামিজীর ইংলণ্ডে ক্ষেতের উপর দিয়া একদিনের ভ্রমণের কথা একজনের মনে পড়িল। সে দিন একজন ইংরেজ পুরুষ, একজন ইংরেজ রমণী এবং তাঁহাকে এক ক্রুদ্ধ বৃষ তাড়া করিয়াছিল। ইংরেজ-পুরুষটী সটান দৌড় দিলেন এবং নিরাপদে পাহাড়ের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছিলেন। স্ত্রীলোকটী যতদূর পারিলেন দৌড়াইয়া গেলেন; পরে আর এক পাও চলিবার সামর্থ্য না থাকায় মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অপারগ হইয়া স্বামিজী "আরে, যে দিক দিয়া হউক, পরিণাম ত এই"—এইরূপ ভাবিয়া বাহুদ্বয় বক্ষের উপর তির্য্যক্‌ভাবে রাখিয়া এবং রমণীকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার মন ষাঁড়টা তাঁহাকে কতটা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে এতৎ-সম্বন্ধে এক গণিতের হিসাব লইয়া ব্যস্ত ছিল। কিন্তু পশুটা হঠাৎ কয়েক পা দূরে থামিয়া গেল, তার পর মাথা তুলিয়া বিষণ্ণভাবে রণে ভঙ্গ দিল।

এইরূপ সাহস—যদিও তাঁহাকে এই সব ঘটনা মনে আনিতে দেখি নাই—তাঁহার বাল্যকালে আর একবার দেখা গিয়াছিল: কলিকাতার রাস্তায় একটা গাড়ীর ঘোড়া ছুটিয়া পলাইতেছিল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিকটে যাইয়া উহাকে ধরিলেন, তাহাতে সে যে গাড়ীখানায় সংলগ্ন ছিল তাহার আরোহী স্ত্রীলোকটী প্রাণে বাঁচিল।

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বসিয়া আমরা নানাকথা কহিতে লাগিলাম এবং দু-এক ঘণ্টা আধা-হাল্কা আধা-গম্ভীর কথাবার্ত্তা

চলিল। বৃন্দাবনে বানরগুলা কিরূপ দুষ্টামি করিতে পারে, তাহার অনেক বর্ণনা শুনিলাম এবং আমরা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জানিতে পারিলাম যে স্বামিজীর পরিব্রাজক-জীবনে দুইটী বিভিন্ন ঘটনায় বিপদে যে সাহায্য আসিতেছে তাহা পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটী আমার মনে আছে। সম্ভবতঃ যে সময়ে তিনি অজগরব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা সেই সময়কার ঘটনা। তিনি কয়েক দিন (হয়ত পাঁচ দিন) ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই। তিনি এক রেলষ্টেশনে ক্লান্তিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া ছিলেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাকে উঠিয়া কোন একটী রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, আর সেখানে তিনি একজন লোকের দেখা পাইবেন, সে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি তদনুসারে কার্য্য করিলেন এবং এক থালা খাবার হাতে একজন লোকের দেখা পাইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁহার নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই কি তিনি?"

তৎপরে একটি শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত খুব কাটিয়া গিয়াছে। স্বামিজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন—তিনি ক্ষতস্থানটী জল দিয়া ধুইয়া দিয়া রক্তপড়া বন্ধ করিবার জন্ম এক টুক্‌রা কাপড় পোড়াইয়া তাহার ছাই উক্ত স্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়া শান্ত হইল এবং সেই রাত্রির মত আমাদের গল্প-গুজব বন্ধ হইল।

২৩শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল

কুলি আমাদিগকে মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্ম আপেল গাছগুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্ত্তণ্ড-মন্দির এক অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ ছিল। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক ছিল। উহা এক অপূর্ব্ব স্থানে অবস্থিত এবং যে সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের বিভিন্ন নির্ম্মাণপদ্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ-প্রযুক্তই উহা অতীব দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। অপরাহ্ণে সূর্য্যকে পশ্চিমদিকে আমাদের ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া যখন আমরা উহাতে প্রবেশ করিলাম, তখন সাম্‌নের খিলানশ্রেণীর অধোভাগে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িয়াছিল তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। একটীর পর একটী করিয়া তিনটী খিলান এবং তাহাদের সবচেয়ে পিছনকারটীর ভিতরেই উচ্চতার দুই-তৃতীয়াংশে এক গুরুভার সরলরেখাবিশিষ্ট বাতায়নশীর্ষ। সব খিলানগুলিই ত্রিপত্রাকার ছিল, কিন্তু মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয়টীতেই আমরা উহা টের পাইয়াছিলাম, কারণ উহাদিগকে আমরা প্রবেশমুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্পষ্টতঃ পুণ্যকুণ্ডসকলের ধারে ভারী ভারী প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত তিনটী আয়তাকার মন্দিররূপেই স্থানটীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। এই তিনটি প্রকোষ্ঠের নির্ম্মাণপদ্ধতি সব সরলরেখাবিশিষ্ট (straight-lined) এবং উগ্রদর্শন (severe) ছিল। তিনটীর মধ্যে মাঝখানের এবং সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বদিকেরটী লইয়া কোনও পরবর্ত্তী রাজা ইহার চারি ধারে একটী দেয়ালের বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আসল মন্দিরটীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি প্রত্যেক অনুচ্চ সরদালবিশিষ্ট দুয়ারে

বাহিরের দিকে এক একটি ত্রিপত্রখিলান স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে ইহার সহিত সম্মুখভাগে একটি বৃহত্তর মন্দিরাংশ (Nave) জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এক উচ্চ ত্রিপত্রখিলান তাহার প্রবেশমার্গ হইয়াছিল। প্রত্যেক সৌধ এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং এই দুই নির্ম্মাণযুগের উদ্দেশ্য এরূপ স্পষ্ট ছিল যে, মন্দিরটির অঙ্গসংস্থান দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল, আর ইহা অঙ্কিত না করিয়া একজন ক্ষান্ত হইতে পারিল না। মধ্যস্থলের মন্দিরটির চারিপাশের ধর্ম্মশালা অথবা বারান্দাটি আকৃতিতে অদ্ভুতরূপে গথ-জাতীয় (Gothic) এবং যিনি উহা ও ভারতের উত্তরাংশে মুসলমান-রাজবংশীয় সমাধিগুলি দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ ইহাই মনে হয় যে, উক্ত বারান্দাটি একটা পুরা মঠ হিসাবেই কল্পিত হইয়াছিল এবং আমাদের (ইংরেজদের) শীতপ্রধান দেশে উহা ঐ উদ্দেশ্যে রাখা যাইতে না পারিলেও, উহার অস্তিত্ব সন্ন্যাসের আদিম বাসভূমি যে প্রাচ্য তাহাই দিবারাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামিজী অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য-নিরূপণে যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে যে কার্ণিশ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপরিভাগে পূর্ব্বোক্ত খিলান দুইটির উচ্চ ত্রিপত্র, আবার একটি friezeও বর্ত্তমান; আবার দেবশিশুমূর্ত্তি-বিশিষ্ট প্যানেলগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। আমাদের দেখা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দুইটি মুদ্রা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তের আলোতে অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন অতীব রমণীয় হইয়াছিল। পূর্ব্ব এবং পরদিনে যে সকল

কথোপকথন হইয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে।

"কোন জাতই, তা যবনই (Greek) হউন বা অন্য কোন জাতিই হউন, কোন কালে জাপানীদের ন্যায় স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যান নাই। তাঁহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাঁহারা কাজ করেন—দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন যাঁহারা সাম্রাজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দিয়া কৃষিজীবী হইয়াছেন।* আর জাপানযুদ্ধে একটিও বিশ্বাস-ঘাতক পাওয়া যায় নাই। একবার সেটা ভাবিয়া দেখ!"

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষম—এই কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা লোকেরা উত্তেজিত হইলে সবচেয়ে বেশী আসুরিকভাবাপন্ন হইয়া থাকে।"

আর একবার, সন্ন্যাসজীবনের ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধিনির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ"—যে সন্ন্যাসী সকামভাবে সুবর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি।

২৪শে জুলাই। অন্ধকারময়ী রাত্রি এবং অরণ্যানী, দ্রুমরাজি-তলে এক বৃহৎ সরল (pine) কাষ্ঠের অগ্নিকুণ্ড, দুই তিনটি তাঁবু

* আমার মনে হয়, ইহা একটী ভ্রম। জাপানী সামুরাইগণ তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দেন নাই, তাঁহাদের রাজনৈতিক বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন মাত্র।—নিবেদিতা

অন্ধকারের মধ্যে শ্বেতকায় লইয়া দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং তিনজন শিষ্য সমভিব্যহারে আচার্য্যদেব—পরবর্ত্তী চিত্রটি এইরূপই। আপেল বাগানের নীচে দিয়া এবং মাঠের ধার দিয়া বেরনাগ যাইবার যে রাস্তা চলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে, সেই মুষলধারে বৃষ্টি এবং বহুক্লেশোপার্জ্জিত সূর্য্যকিরণে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে জলযোগ সম্বন্ধে এবং সরলবন-সমাবৃত পাহাড়গুলির পাদদেশে অবস্থিত অষ্টভুজসরোবরবিশিষ্ট জাহাঙ্গীরের সেই বহুপ্রাচীন রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু মধ্যাহ্নের পর যখন অবিরাম সারি বাঁধিয়া অর্ঘ্যহস্তে সমাগত দর্শক ও পূজার্থিগণ সকলে চলিয়া গেল এবং দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যখন আমরা ব্যতীত আর কেহ রহিল না —তখনকার সেই সময়টাই সেই দিনের মুকুটস্থানীয়। সহসা আচার্য্যদেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কই, তুমি ত আজকাল তোমার ইস্কুলের কোনও কথা বল না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভুলিয়া যাও?" পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমার ভাবিবার ঢের জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মান্দ্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলণ্ড, বা সিংহল, অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবিতেছি।"

ঠিক সেই সময়েই আচার্য্যদেব মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য আহূত হইয়া উঠিয়া গেলেন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে পর তবে, তিনি যে সব কথা খুলিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বলিবার সুযোগ মিলিয়াছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটি অস্থায়ী কার্য্য-প্রণালী যে অনেক চিন্তার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার প্রারম্ভ যে সামান্য হইবে এবং সমন্বয় ও উদারতার ভাব অতিক্রম করিয়া সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটীকে যে ধর্ম্মজীবনের এবং শ্রীরামকৃষ্ণপূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে—এই সমস্ত কথা তিনি মনোযোগের সহিত শুনিলেন।

তিনি বলিলেন, "কারণ তুমি উর্জ্জিত উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

কতকগুলি বাধা স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে। নানা কারণে প্রস্তাবিত আয়তনে হয়ত অনুষ্ঠানটী প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটী ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্কল্প করা হয় এবং কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দোষ হইলে উপায়-উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।

সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারিব না। কারণ আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত—বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্ম্মে এবং আমাদের ধর্ম্মে এইটুকুই প্রভেদ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত, আমরাও তাহাই করিয়া থাকি। কিন্তু আমিও ত তাহাই—তিনিও যতটা অনুপ্রাণিত

আর তুমিও আমারই মত, আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা ও তাহাদের শিষ্যাগণও তদ্রূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।"

তৎপরে ধীরা মাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া, যে শিষ্যাটি স্ত্রীগণের উন্নতি-বিধানকল্পে দণ্ডায়মানা হইবেন তাঁহার উপর তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান্ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন তৎসম্বন্ধে এবং উহা যে পুরুষগণের জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। এবং আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির (worker) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, "হাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তোমার যে জলন্ত উৎসাহ দরকার তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হইতে হইবে। শিব! শিব!"—এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলেন এবং আমরাও অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম।

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁবুগুলির মধ্যে একটিতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্য্যন্ত চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কতকগুলি পুরাতন রত্ন হারাইয়া গিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জ্বল ও নূতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া এই গল্প বলা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই!"

অচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম। তাঁহার প্রিয় বিশ্রামস্থান এইখানেই ছিল, না বেরীনাগে ?

আমরা বাগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং পাঠান খাঁর জেনানার সম্মুখে একটী স্থির জলাশয়ে স্নান করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটীতে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বের জলযোগ সম্পন্ন করিলাম এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আসিলাম।

উক্ত জলযোগকালে যখন সকলে বসিয়াছিলাম তখন স্বামিজী তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে অমরনাথ গুহায় যাত্রা করিবার এবং তথায় মহাদেবের চরণে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ধীরা মাতা সহাস্যে অনুমতি দিলেন এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধঘণ্টা উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতঃপূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমরা সকলেই পহলগাম পর্য্যন্ত যাইব এবং সেখানে স্বামিজীর তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌঁছিয়া জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান যাত্রা করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ

সময়: ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই হইতে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত।

স্থান: কাশ্মীর।

২৯শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামিজীকে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটান হইলে কখনও কখনও তিনি মালাহস্তে তথায় আসিতেন। আজ রাত্রিতে আমাদের মধ্যে দুইজন বওয়ানের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বওয়ান জায়গাটী একটী পল্লীগ্রামের মেলার মত— সমস্তটীর উপর একটি ধর্ম্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ড-গুলি ঐ ধর্ম্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরা মাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামিজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌছিলাম; উপত্যকাটীর নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা তদ্বিষয়ে স্বামিজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "স্বামিজী,

ইহা সত্য যে আপনার এই শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে!" বলিবামাত্র স্বামিজী চুপ করিয়া গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্ব্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনীর চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটী ছাউনীর পুরোভাগে একটী মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে আমাদের ঠিক সম্মুখে খরস্রোতা লিডার নদী ও অপরতীরে পাইনু বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা বর্ত্তমান ছিল এবং খুব উচ্চে একটী রন্ধ্রের অপর পারে একটী তুষারবর্ত্ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্য পুরা একদিবস অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রিগণ রওয়ানা হইল।

৩০শে জুলাই। প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন ছাউনীটী স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যূষে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাহাদের পটনিবাস বিদ্যমান ছিল, সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়ী যাইবার রাস্তাটী কি সুন্দর!

চন্দনবাড়ীর আমরা একটী গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় ছাউনী ফেলিলাম। সমস্ত বৈকালবেলা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বামিজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্ত্তার জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভৃত্যগণের এবং অন্যান্য যাত্রিগণের নিকট হইতে অনেক ছোটখাট বিষয়ে যে অশেষ সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলাম, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; দুই পশলা বৃষ্টির মধ্যের অবকাশটিতে আমি গাছপালা-সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত আট রকমের Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে দুইটি আমার নিকট নূতন। তৎপরে আমি আমার ফার গাছটির ছায়ায় ফিরিয়া যাইলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় চটির রাস্তাটি অন্য সব চটির রাস্তা অপেক্ষা কঠিন ছিল। মনে হইতেছিল বুঝি উহা অফুরন্ত। চন্দনবাড়ীর সন্নিকটে স্বামিজী জেদ করিলেন যে, "ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম" বলিয়া আমাকে উহা খালি পায় অতিক্রম করিতে হইবে।" জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটীটির উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই এক বহুসহস্রফিটব্যাপী বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্ব্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্ব্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তৎপরে রাস্তাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফিট উচ্চ দিয়া

চলিয়াছে। শেষনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষার-মণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফিট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাঁত-সেঁতে জায়গায় ছাউনী ফেলিলাম। ফার্‌গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলিরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসীল-দারের, স্বামিজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল এবং সন্ধ্যাবেলায় সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জলিত হইল। কিন্তু উহা ভাল জ্বলিল না, আবার তুষারবর্ত্মটিও বহু ফিট নিম্নে বিদ্যমান ছিল। আমাদের ছাউনী পড়িবার পর আমি আর স্বামিজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর সম্মিলনস্থল পঞ্চতরণী যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শেষনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনির সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রিগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামিজী কিন্তু এবিষয়ক আইনটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

আহা, কি সুন্দর সুন্দর ফুল! পূর্ব্ব রজনীতে, (না অদ্যকার রাত্রে?) বড় বড় নীল ও সাদা Anemone ফুল আমার তাঁবুতে বিছানার নীচে জন্মিয়াছে এবং এখানে অপরাহ্নে নিকট হইতে তুষারাবর্ত্ম দেখিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে চলিয়া গিয়া আমি Gentian, Sedum, Saxifrage এবং ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ

সলোম পত্রবিশিষ্ট এক নূতন রকমের ফর্‌গেট-মি-নট্ ফুল দেখিলাম, ঘন-সন্নিবিষ্ট পাতাগুলি রাশীকৃত মখমলের মত দেখাইতেছিল। এমন কি জুনিপারও এস্থানে অতি বিরল ছিল।

এই সকল উচ্চ অংশে আমরা প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষার-শৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধিসমূহের মধ্যে রহিয়াছি—এই নির্ব্বাক বিপুলায়তন পর্ব্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২রা আগষ্ট। ২রা আগষ্ট মঙ্গলবারে অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে প্রথম যাত্রিদল নিশ্চয়ই রাত্রি দুইটার সময় ছাউনী হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে। আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌছিলে সূর্য্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে গতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। অজাযূথের গতিবিধি-পথের মত একটী 'পগ্ ডাণ্ডী' প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া অপর পার্শ্বে—উতারের অংশে—শষ্পাচ্ছাদিত জমির উপর একটী ক্ষুদ্র সোপানপরম্পরায় পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দু'চার পা অন্তর কমনীয় কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজি এবং বন্য গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছিল এবং ভয় হইতেছিল পাছে লোকে উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার লোভে হাত পা ভাঙ্গে বা প্রাণ খোয়াইয়া বসে! পরে কোনমতে ওপারের উতারটীর তলদেশে পৌছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্য্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল। আমাদের গন্তব্যস্থানের মাইল-

খানেক আগে বরফ শেষ হইল এবং উহা হইতে যে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। এমন কি, যখন আমরা প্রায় পৌছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ হইতেছিল তখনও পর্য্যন্ত আমাদের পাথরের উপর দিয়া আরও একটী বেশ কঠিন চড়াই করিতে বাকি ছিল!

স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া ইতোমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আমি, তিনি যে পীড়িত হইতে পারেন তাহা মনে থাকায়, কঙ্কর-স্তূপগুলির অধোভাগে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌছিলেন এবং "স্নান করিতে যাইতেছি" মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্দ্ধবৃত্তটীর এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটী বিশাল ছিল, এত বড় যে তথায় একটী গির্জ্জা ধরিতে পারে এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটী প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে কসিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে

উহা চিরদিনের মত বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল—"ও যখন নিজেকে জান্‌তে পার্‌বে, তখন আর এ শরীর রাখ্‌বে না।"

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সদয়হৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামিজী বলিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে তুষারলিঙ্গটী সাক্ষাৎ শিব। আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই!"

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটির কবিত্বের বর্ণনা করিতেন এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদুর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে তাহারা অদ্রবতুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্ব্বদা ইহাও বলিতেন, "সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।" আর আমাকে তিনি বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না। কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে এবং ইহার ফলকে ফলিতেই

হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য্য হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম উহা কি সুন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটিভর রাস্তা চলিয়া একটি তুষারময় গিরিসঙ্কটে রাত্রির জন্য ছাউনী ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে পৌছিয়া দেখিলাম যে ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়া যাইবার সময় নিতান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্য এবং আমরা যে খুব শীঘ্রই আসিতেছি এই কথা জানাইবার জন্য আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে সূর্য্য উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা হতিয়ার তলাও (Lake of Death) নামক হ্রদের উপরিভাগের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এই সেই হ্রদ—যাহাতে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোত্রপাঠের কম্পনে স্থানচ্যুত একটি তুষারপ্রবাহ (avalanche) কর্ত্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল! একটি ক্ষুদ্র পগ্‌ডাণ্ডী খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম এবং ঐপথে চলিয়া দূরত্বের যথেষ্ট লাঘব করিতে

সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহা একপ্রকার হামাগুড়ি দিয়া যাওয়ারই কাছাকাছি ছিল এবং সকলকেই উহা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উহার তলদেশে গ্রামবাসিগণ প্রাতে জলযোগের মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, চাপাটি সেঁকা হইতেছিল এবং চা-ও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে লাগিল এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটি একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর পাইন্ কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া এবং সতরঞ্জি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ন্যাসীটি আমাদের সহিত যোগ দিলেন এবং যথেষ্ট কৌতুক-পরিহাসাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বসিয়া—উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, নদী খরবেগে প্রবাহিতা এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্ব্বত্য পাইন্ বৃক্ষ—এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

৮ই আগষ্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম এবং সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে শ্রীনগরে

ব্যক্তিগণ : শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, একদল ইউরোপীয় নরনারী—যাঁরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান : কাশ্মীর—শ্রীনগর।

সময় : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৩ আগষ্ট পর্য্যন্ত।

৯ই আগষ্ট। এই সময়ে আচার্য্যদেব ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় লইবার কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় "রমতা সাধু বহতা পানি ইস্মে ন কোই মৈল লখানি" এই বাক্যটী লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, আমি স্পষ্ট জানি ইহার অর্থ কি। "যখনই আমায় কষ্ট সহ্য করিতে এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয় তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি—" এই সাগ্রহ কাতরোক্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পদব্রজে স্বীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রাঙ্কন এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ— এই সবই উহার অর্থ।

যে নৌকায় মাঝিরা স্বামিজীর পরিবারস্বরূপ হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে তিনি দুইটি ঋতু ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহারা আমাদিগের নিকট বিদায় হইল। পরে তিনি তাঁহার সহিত উহাদের সম্বন্ধরূপ সমগ্র ব্যাপারটিকে ভালবাসা এবং ধৈর্য্যেরও যে বাড়াবাড়ি হইতে পারে তাহারই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতেন।

১০ই আগষ্ট। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় তিনি তাঁহার নিবেদিতা নামক শিষ্যাকে তাঁহার সহিত ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইয়া আসিবার জন্য ডাকিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা সমস্তই স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্য ও এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি, এই বিষয়ক ছিল। স্বদেশ এবং উহার ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সমন্বয়মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব যে শুধু এইটুকু যে তিনি চাহেন, হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং উহার পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য থাকুক, আর কেবলমাত্র ছুঁৎমার্গকেই যে তিনি উঠাইয়া দিতে চান, এই সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত, যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী (orthodox) তাহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "ভারতের অভাব কার্য্যকুশলতা (practicality)। কিন্তু সে তজ্জন্য যেন কদাপি পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার অধিকার ছাড়িয়া না দেয়।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই আদর্শ।' কিন্তু প্রাচীনপন্থিত্বের আবরণে রক্ষিত হৃদয়ে এই যে গভীর অন্তর্জ্জীবনের বিকাশ ইহা কোনও মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের ফল মাত্র। আর যদি আমরা নিজে নিজেকে ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ আমরা সকলেই এক নহি কি?" শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের অন্তস্তম তত্ত্বগুলির পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ

খবর রাখিতেন; তথাপি বাহ্যদশায় তিনি পুরাদস্তুর কর্ম্মতৎপর এবং কর্ম্মপটু ছিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার গুরুদেবের পূজারূপ সেই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিলেন, "আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা চালিত, কিন্তু এটী অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে তাহা তাহারা নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শুধু যে একজন লোকের মধ্য দিয়াই জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে।"

১১ই আগষ্ট। এই দিন করকোষ্ঠী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে স্বামিজীর নিকট ভৎ´সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, এ জিনিসটাকে সকলেই চায়, তথাপি সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জ্ঞান এবং ঘৃণা করে। একটু বিশেষ পক্ষসমর্থনের উত্তরে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চেহারা দেখিয়া চরিত্র বলিয়া দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। বুদ্ধ এই কার্য্যের জন্য একটী ভিক্ষুর আলখেল্লা কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" আরও পরে যে বিষয়টী বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া বলিলেন যে, ইহার এতটুকু প্রকাশ হইবামাত্র ভীষণ প্রতিক্রিয়া আসিবেই আসিবে।

১২ই ও ১৩ই আগষ্ট। স্বামিজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। একজন মুসলমান পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাঁধিয়া

দিতে পারে, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথযাত্রী সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "অন্ততঃ শিখদের দেশে এটা করিবেন না, স্বামিজী" এবং তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমারূপে পূজা করিতেছিলেন। ভালবাসা বলিতে সে শুধু সেবাকরা বুঝিত এবং স্বামিজীর কাশ্মীরত্যাগের দিনে সেই ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার জন্য একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাঁটিয়া টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। স্বামিজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি বালিকাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিনকার কথা প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বালিকা সে দিন নৌকার গুণ টানিবার রাস্তায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায় এবং সামনে বসিয়া উহাকে একবার এধারে একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কুড়ি মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী বসিয়া থাকে।

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাছ জন্মিয়াছিল। ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজ উহা স্বামিজীকে দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্য্যে "দেশের লোকের দ্বারা, দেশের লোকের জন্য এবং সেবক ও সেবা উভয়েরই প্রীতিকর"—এই মহান্ ভাব স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিবে, উক্ত স্থানটিকে তাহারই এক কর্ম্ম-কেন্দ্র বলিয়া আমরা সকলে এক মানসচিত্র অঙ্কিত করিলাম।

স্ত্রীগণই গৃহনির্ম্মাণস্থানের মাঙ্গলিক কার্য্য বিধান করিবেন, ভারতে প্রচলিত এই ধারণা শ্রুত থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমরা উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাউনী ফেলিয়া উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ হয়? এতদ্ভিন্ন আমাদের মধ্যে একজন নিজের জন্য এই সময়ে বিশেষ শান্তি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, মহারাজের স্বামিজীকে অর্পণোদ্দেশ্যে জমিটির প্রয়োজন হইবার পূর্ব্বেই আমরা তথায় স্ত্রীমঠ গোছের একটা কিছু স্থাপন করিব। উক্ত স্থান ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ছাউনী ফেলিবার ছোটখাট স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চেনার-তলে ছাউনী

ব্যক্তিগণ : শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী—ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান : কাশ্মীর—শ্রীনগর।

সময় : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর।

১৪ই আগষ্ট—৩রা সেপ্টেম্বর। রবিবার প্রাতঃকাল; পরবর্ত্তী অপরাহ্নে স্বামিজী আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাদের সহিত চা পান করিতে আসিতে সম্মত হন। একজন ইউরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহাকে বেদান্তের একজন অনুরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে স্বামিজীর কিন্তু কোন কিছু উৎসাহ দেখা গেল না এবং মনে হয় এতদ্দ্বারা তাঁহার অতি আগ্রহান্বিত শিষ্যগণকে এবম্বিধ সকল চেষ্টার সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দেওয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার স্বীকৃত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উক্ত প্রশ্নকর্ত্তাকে বুঝাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ক্লেশস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্লেশ-স্বীকার একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছিল। অন্যান্য কথার সঙ্গে, আমার মনে আছে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমি ত চাই যে নিয়মভঙ্গ করা সম্ভবপর হউক, কিন্তু তা হয় কই? যদি সত্যসত্যই আমরা কোন নিয়মভঙ্গ করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে ত আমরা মুক্তস্বভাব হইতাম। যাহাকে আপনি নিয়ম-ভঙ্গ

বলেন, উহা ত অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র।” তৎপরে তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার শুনিবার কান ছিল না।

১৬ই সেপ্টেম্বর—মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনীটিতে আসিলেন। অপরাহ্ণে এরূপ জোরে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল যে, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া ঘটিল না। নিকটে একখানি টড্‌কৃত ‘রাজস্থান’ পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাই-এর কথা পাড়িলেন। বলিলেন, “বাঙ্গালার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহার সকল অংশই উত্তম এমন টডের মধ্যেও, যিনি রাজ্ঞী হইয়াও রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমিকাগণের সঙ্গে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাই-এর গল্পটী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে দৈন্য, প্রার্থনাপরতা এবং সর্ব্বজীবসেবা প্রচার করিয়াছিলেন এবং উহা যে শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ‘নামে রুচি, জীবে দয়া’র তুলনাযোগ্য, তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাই স্বামিজীর অন্যতম মুখ্য পৃষ্ঠপোষিকা। বিখ্যাত দস্যুদ্বয়ের হঠাৎ স্বভাব-পরিবর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের দুই ভাগ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করা আর তাহাতেই তাঁহার দেহাবসান প্রভৃতি যে সকল গল্পের কথা লোকে অন্যান্য সূত্রে অবগত আছে, সে গুলিকে তিনি মীরাবাই-এর গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীরাবাই-এর একটী গীত আবৃত্তি এবং অনুবাদ করিয়া একজন স্ত্রীলোককে শুনাইতেছেন, শুনিয়াছিলাম। আহা, যদি ইহার সবটা মনে রাখিতে পারিতাম!

তাঁহার অনুবাদের প্রথম কথাগুলি এই, "ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক!" এবং তাহার শেষ এই ছিল— "সেই অক্কা বক্কা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন এবং যে খেলার ছলে তাহার টিয়াপাখীকে কৃষ্ণনাম জপ করিতে শিখাইয়াছিল সেই গণিকা, ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে।"* আবার, আমি তাঁহাকে মীরাবাই-এর সেই অদ্ভুত গল্পটি বলিতে শুনিয়াছি। মীরাবাই বৃন্দাবনে পৌছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাধুকে † নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন মীরাবাই, "বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন!" এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি "নির্ব্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে

---

* সমগ্র মূল গীতটী এই—

হরিসে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
অক্কা তারে বক্কা তারে তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা বলিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর ন পাই॥
ঐসী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাঈ।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

† শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শিষ্য সনাতন। তিনি বাঙ্গালার নবাবের উজীরি-পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন।

পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?" এই বলিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও তাঁহাকে মাতা যেরূপে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেইরূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অদ্য স্বামিজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং উক্ত বাদসাহের সভাকবি তানসেনের রচিত তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক একটী গীত আমাদের নিকট গাহিলেন।

তৎপরে স্বামিজী নানা কথা কহিতে কহিতে 'আমাদের জাতীয়-বীর' প্রতাপসিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে কখনও বশ্যতাস্বীকার করাইতে পারে নাই। হাঁ, একবার মুহূর্ত্তের জন্য তিনি পরাভবস্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বটে। একদিন চিতোর হইতে পলায়নের পর মহারাণী স্বয়ং রাত্রের সামান্য খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধিত মার্জ্জার ছেলেদের জন্য যে রুটীখানি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারই উপর ঝাপট মারিয়া সেখানি লইয়া গেল। মিবাররাজ স্বীয় শিশুসন্তানগুলিকে খাদ্যের জন্য কাঁদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তবিকই তাঁহার বীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। অদূরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইলেন এবং মুহূর্ত্তের জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আকবরের সহিত কুটুম্বিতা-স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কেবল এক মুহূর্ত্তেরই জন্য। সনাতন-বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত চিত্র প্রতাপের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই

এক রাজপুত নরপতির নিকট হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগজপত্রগুলি দিল। তাহাতে লেখা ছিল, "বিধর্ম্মীর সংস্পর্শে যাঁহার শোণিত কলুষিত হয় নাই এরূপ লোক আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। তাঁহারও মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, একথা যেন কেহ কখনও বলিতে না পারে।" পাঠ করিবামাত্র প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নবীভূত আত্মপ্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরগর্ব্বে দেশ হইতে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া উদয়পুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তারপর অনূঢ়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। একাধিক নরপতি এক সঙ্গে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। আর যখন তিনটী বৃহৎ বাহিনী পুরদ্বারে উপস্থিত হইল, তাঁহার পিতা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর খুল্লতাতের উপর এই ভার অর্পিত হইল। বালিকা যখন নিদ্রিতা সেই সময় খুল্লতাত উক্ত কার্য্য-সম্পাদনার্থ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য ও কোমল বয়স-দৃষ্টে এবং তাঁহার শিশুকালের মুখও মনে পড়ায়, তাঁহার যোদ্ধৃ হৃদয় দমিয়া গেল এবং তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে অক্ষম হইলেন। কৃষ্ণকুমারী কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং নির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়া বাটীটি লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভূরি ভূরি গল্প আমরা শুনিতে লাগিলাম। কারণ রাজপুত বীরগণের এবম্বিধ গল্প অসংখ্য।

২০শে সেপ্টেম্বর। শনিবারে স্বামিজী এবং স্থং নামক একজন

দুই দিনের জন্ম আমেরিকার রাজদূত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য-স্বীকার করিতে ডাল হ্রদে গমন করিলেন। তাঁহারা সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে স্বামিজী আমাদের নূতন মঠে (আমরা উহার ঐ আখ্যাই দিয়াছিলাম) আসিলেন এবং যাহাতে তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে লাগাইলেন।

[গাণ্ডেরবল হইতে স্বামিজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর ইউরোপীয় সঙ্গিগণ ইতঃপূর্ব্বেই শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অতএব সকলেই একত্র লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করা সাব্যস্ত করিলেন। এখানে স্বামিজী বাকি কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে রাখিয়া সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।]

तन्नोहंसः प्रचोदयात